Islami Ain O Bichar
Vol. 19, Issue: 74-75
April-June, July-September 2023

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2023-06-05
Published: 2023-09-09

DOI: http://dx.doi.org/10.58666/iab.v19i74-75.249

Application of Basel-3 in Islamic Banking Industry of Bangladesh : A Critical Analysis

Muhammed Gulam Mustafa*

ABSTRACT

Bank is a financial institution which collects idle money temporarily from the public and lends to other people as per need. Basel Committee was formed in 1974 to protect public deposits in banks. The prime objective of the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) is to build a sustainable banking structure to deal with the financial crisis. This article aims to review the policies formulated by the Basel Committee to protect banks in the face of the financial crisis which is reflected in the structure, strategy and application of Islamic banking. The research is predominantly descriptive and analytical. The study is based on secondary data which were collected from Bangladesh Bank, daily newspapers and other publications. The research result has demonstrated that the Basel accords serve as alternative of Islamic banking structure. The author argues that effective compliance with the Islamic banking structure will preserve all aspects of the customer and the banking sector and will play a significant role in achieving socio-economic welfare.

Keywords: Basel-3, BCBS, Tier Capital, Risk-based Assets; Leverage Ratio

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পরিপালনঃ একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

ব্যাংক এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা জনসাধারণের কাছ থেকে অস্থায়ীভাবে অলস অর্থ সংগ্রহ করে এবং প্রয়োজন অনুসারে অন্য লোকদের ঋণ দেয়। ব্যাংকে গচ্ছিত জনগণের আমানতসমূহ রক্ষা করার নিমিত্তে ১৯৭৪ সালে ব্যাসেল কমিটি গঠিত হয়। ব্যাসেল কমিটির মূল উদ্দেশ্য হলো আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় একটি টেকসই ব্যাংকিং কাঠামো গড়ে তোলা। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হল আর্থিক সংকটের মুখে ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করার জন্য ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক প্রণীত নীতিগুলো পর্যালোচনা করা যা ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামো, কর্ম-কৌশল এবং প্রয়োগে প্রতিফলিত হয়। গবেষণাটি বর্ণনামূলক এবং বিশ্লেষণাত্মক। বাংলাদেশ ব্যাংক সার্কুলার, দৈনিক সংবাদপত্রসমূহ এবং অন্যান্য প্রকাশনা থেকে সংগ্রহ করা সেকেন্ডারি তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে গবেষণা করা হয়েছে। গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, ব্যাসেল চুক্তি ইসলামী ব্যাংক কাঠামোর বিকল্প। আমরা যদি পুরোপুরিভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামো অনুসরণ করতে পারি, তাহলে গ্রাহক তথা ব্যাংকিং সেক্টরের সকল দিক সংরক্ষিত থাকবে এবং আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

মূলশব্দঃ ব্যাসেল-৩; বিসিবিএস; টিয়ার ক্যাপিটাল; ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ; লিভারেজ রেশিও।

* Dr. Muahammed Gulam Mustafa is an Officer, Global Islami Bank Ltd. Gulshan, Dhaka. He can be reached at : drmdgulammustafa@gmail.com

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। ইসলামী অর্থনীতি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ইসলামিক ব্যাংক ইসলামী অর্থনীতির প্রধান অঙ্গ। আর্থ-সামাজিক কল্যাণ ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষায় ইসলামিক ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ফলে দিন দিন সারা বিশ্বে ইসলামিক ব্যাংকিং প্রসার লাভ করতে শুরু করেছে। ইসলামিক ব্যাংকিং প্রসারের প্রধান কারণ হলো এর কর্মকৌশল, প্রয়োগ পদ্ধতি ও ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালা।

রাসূলুল্লাহ ﷺ কর্তৃক মুদারাবা চর্চার সূত্র ধরেই ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার উৎপত্তি। আল্লাহর রাসূল ﷺ নবুয়তের পূর্বে হযরত খাদিজা রা. এর ব্যবসা পরিচালনা করতেন। খাদিজা রা. ছিলেন সাহিব-আল মাল বা মূলধনের মালিক আর রাসূল ﷺ ছিলেন মুদারিব বা ব্যবস্থাপক। তাঁদের মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সে চুক্তি অনুযায়ী ব্যবসায়ের লভ্যাংশ বণ্টিত হতো।

প্রচলিত ব্যাংকের ইতিহাস অনেক পুরোনো হলেও ইসলামী ব্যাংকের ইতিহাস খুব পুরোনো নয়। ১৯৫০ ইং এর শেষ দিকে পল্লী এলাকায় একটি স্থানীয় ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পাকিস্তানে প্রথম একটি ইসলামিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রচেষ্টা শুরু হয়। ঋণগ্রহণকারীরা আগাম প্রদত্ত ঋণের ওপর ব্যাংককে কোনো সুদ প্রদান করেনি, তবে ব্যাংক নিজের পরিচালন-ব্যয় উশুল করার জন্য একটি ক্ষুদ্র অঙ্কের মূল্য ধার্য করে। অভিজ্ঞতাটি ছিল উৎসাহব্যঞ্জক, তথাপি প্রধানত দুটি কারণে উদ্যোগটি ব্যর্থ হয়। প্রথমত, ব্যাংককে তার কাছে রক্ষিত আমানতসমূহ দীর্ঘসময় ধরে রাখতে হতো। জামানতদাতাদের অধিকাংশই ছিল ভূস্বামী, তারাও যখন-তখন টাকা উত্তোলন করত। এছাড়াও দেখা গেল যে, ঋণের জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আবেদনকৃত ঋণের পরিমাণ এবং ঋণযোগ্য তহবিলের মধ্যে ঘাটতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, জমাকারীরা তাদের অর্থ যে পদ্ধতিতে ঋণ হিসেবে প্রদান করায় আগ্রহী, ব্যাংক পরিচালনায় স্টাফদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন না থাকায় তারা তা অনুসরণে সক্ষম ছিল না। পরবর্তীতে মিশরের

রাজধানী কায়রো থেকে প্রায় একশ' কিলোমিটার দূরে নীল নদের ব-দ্বীপ 'মিটগামারে' ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সেভিংস ব্যাংক' যা আধুনিক বিশ্বের প্রথম আনুষ্ঠানিক ইসলামী ব্যাংক হিসেবে স্বীকৃত লাভ করে। ড. আহমদ নাজ্জার ছিলেন এ ব্যাংকের চিন্তানায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা (Banglapedia 2023)।

গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ

প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য হলো আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় ব্যাংকগুলোকে রক্ষায় ব্যাসেল কমিটি যে নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে তার সাথে ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামো, কর্মকৌশল ও প্রয়োগ পদ্ধতির সাদৃশ্য পর্যালোচনা করা। এছাড়াও অন্যান্য উদ্দেশ্যগুলো হলো:-

- ইসলামী ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা;
- ব্যাসেল কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা;
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাসেল নীতিমালার কর্ম-কৌশল পর্যালোচনা;
- ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণে ইসলামী ব্যাংকিং ও ব্যাসেল নীতিমালার মূলনীতির পর্যালোচনা; এবং
- টেকসই ব্যাংকিং ব্যবস্থার জন্য ইসলামি ব্যাংকিং ও ব্যাসেল নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সেকেন্ডারি ডেটা বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, যথা: বিভিন্ন সাময়িকী, সংবাদপত্র, প্রবন্ধ, বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাসেল সম্পর্কিত বিভিন্ন সার্কুলার। এই উদ্দেশ্যে গবেষক সেকেন্ডারি ডেটা ব্যবহার করার আগে নির্ভরযোগ্যতা, উপযুক্ততা এবং ডেটার পর্যাপ্ততা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। সংগৃহীত তথ্য তুলনা এবং ব্যাখ্যা করার জন্য বিশ্লেষণাত্মক কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি মূলত বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক ।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী ব্যাংকিং

ইসলামী ব্যাংকিং আল-কুরআন, হাদীস এবং ফিকহের বিধিবিধান অনুসরণ করে পরিচালিত একটি নতুন ধরনের ব্যাংকিং ব্যবস্থা, যাতে সুদ এবং সুদের বিনিময়ে ধার ও ঋণের লেনদেন নিষিদ্ধ। ইসলামিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো সুদ নির্মূলকরণ, আর্থিক খাতে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা, স্থিতিশীলতা, সামাজিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা ও অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধন করা। আল কুরআনে আল্লাহ ব্যবসাকে করেছেন হালাল, আর সুদকে করেছেন হারাম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا ..﴾

'যারা সুদ খায় তারা সেই ব্যক্তির ন্যায় দাঁড়াবে যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এইজন্য যে, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয় সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন' ... (Al-Qur'ān, 2:275)।

আল কুরআনে সুদের প্রতিশব্দ হিসেবে রিবা শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অষ্টম হিজরীতে সূরা বাকারার রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো নাযিল হয়। সুদের উৎস হলো ঋণ। ব্যাংক সুদ হলো ঋণ থেকে পাওয়া অতিরিক্ত অর্থ, যা ঋণ গ্রহীতা ঋণদাতাকে দিয়ে থাকে। সুদ বর্জন করে ন্যায়-নীতি ও আদলের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা জন্য পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَ اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًۢا بَصِيْرًا﴾

হে মুসলিমগণ! আল্লাহ তোমাদের যাবতীয় আমানত তার হকদারের কাছে ফেরত দেবার নির্দেশ দিচ্ছেন। আর লোকদের মধ্যে ফায়সালা করার সময় 'আদল' ও 'ন্যায়নীতি' সহকারে ফায়সালা করো। আল্লাহ তোমাদের বড়ই উৎকৃষ্ট উপদেশ দান করেন। আর অবশ্যই আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও দেখেন' (Al-Qur'ān, 4:58)।

সামাজিক কল্যাণ সাধন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত হওয়া জরুরি। ব্যবসায়ীদের মাঝে সততা ও নৈতিকতার গুণ সৃষ্টি করা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

'ধনী ব্যক্তির (ঋণ আদায়ে) গড়িমসি যুলুম' (Al Bukhārī 2015, 2287)।

আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত অন্য হাদীসে এসেছে,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীরা (আখিরাতে) নবীগণ, সিদ্দীকগণ (সত্যবাদীগণ) ও শহীদগণের সাথে থাকবে (Al Tirmidhī 2015, 1209) ।

উপরোক্ত হাদীস দুটি পর্যালোচনা করলে একথা আমরা বলতে পারি যে, সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীদের মাঝে বিনিয়োগ করলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে অপরদিকে ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ হ্রাস পাবে। আমাদের দেশের অনেক ব্যবসায়ী সামর্থ্য থাকার পরও যথা সময়ে ঋণের বা বিনিয়োগের টাকা পরিশোধ করেন না। ফলশ্রুতিতে খেলাপী ঋণের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে, সেই সঙ্গে ক্রেডিট বা বিনিয়োগ ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিনিয়োগ বা ঋণের টাকা সময়মত পরিশোধ করার ব্যাপারে ইসলামে দিকনির্দেশনা রয়েছে। যেমন আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَغْلَظَ لَهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ : دَعُوهُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ، قَالَ: "اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً".

জনৈক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে তার পাওনা আদায়ের কড়া তাগাদা দিল। সাহাবায়ে কিরাম তাকে শায়েস্তা করতে উদ্যত হলেন। তিনি বললেন, তাকে ছেড়ে দাও। কেননা, পাওনাদারের কথা বলার অধিকার রয়েছে। তার জন্য একটি উট কিনে আন এবং তাকে দিয়ে দাও। তাঁরা বললেন, তার উটের চেয়ে বেশী বয়সের উট ছাড়া আমরা পাচ্ছি না। তিনি বললেন, সেটিই কিনে তাকে দিয়ে দাও। কারণ তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক সেই, যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে (Al Bukhārī 2015, 2606)।

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের সাথে ঝুঁকি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকি বাদ দেওয়ার কোন সুযোগ নেই, কারণ ব্যাংক মালিকের মূলধন ছাড়াও জনগণের আমানত নিয়ে তার মূলধন গঠন করে। ব্যাংকে যেহেতু মালিকের মূলধনের তুলনায় বহুগুণ পর্যন্ত জনগণের আমানত থাকে, সেহেতু তার ঝুঁকির মাত্রাও বহুগুণ। প্রতিটি ব্যাংক তার আমানতকৃত অর্থ বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে, তাই মুনাফার সাথে ঝুঁকি জড়িত। ঝুঁকি হ্রাস করার নিমিত্তে বিনিয়োগের অর্থ সময়মত পরিশোধ করার সুফল সম্পর্কে আল-হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

যে ব্যক্তি মানুষের মাল (ধার) নেয় পরিশোধ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা তা আদায়ের ব্যবস্থা করে দেন। আর যে তা নেয় বিনষ্ট করার নিয়তে আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন (Al Bukhārī 2015, 2387)।

অপর হাদীসে এসেছে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন,

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

মুমিন ব্যক্তির রুহ ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত তার ঋণের সাথে বন্ধক অবস্থায় থাকে (Al Tirmidhī 2015, 1078)।

যে বিনিয়োগ গ্রাহক দেউলিয়া হওয়ার কারণে দেনা পরিশোধ করতে পারে না, সেই গ্রাহকের পাওনা ইসলামী ব্যাংকগুলোর সিএসআর খাত এবং যাকাত তহবিল থেকে পরিশোধ করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে সেই সুযোগ নেই, কারণ প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে যাকাত তহবিল গঠনের আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ اِنْ كَانَ ذُوْ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ اِلٰى مَيْسَرَةٍ ؕ وَ اَنْ تَصَدَّقُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

তোমাদের ঋণগ্রহীতা অভাবী হলে সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তাকে অবকাশ দাও। আর যদি দান করে দাও, তাহলে এটা তোমাদের জন্য বেশি কল্যাণকর হবে, যদি তোমরা অনুধাবন কর (Al-Qur'ān: 2:280)।

ইসলামী ব্যাংকিং

ব্যাংক হলো এক ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মানুষের উদ্বৃত্ত সঞ্চয় এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে মূলধন গড়ে তোলে এবং তা সমাজের

উৎপাদনশীল, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ হিসেবে প্রদান করে। ব্যাংক আমানত গ্রহণ ও ঋণ সেবার বাইরেও সার্ভিস চার্জ বা কমিশনের বিনিময়ে বিভিন্ন আর্থিক পরিষেবা প্রদান করে থাকে। আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংক একটি দেশের অর্থনীতির প্রধান চালিকা শক্তি। জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের উদ্দেশ্যে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপকে হালাল ও পবিত্র করতে এবং সুদের ভয়াবহতা থেকে মানুষকে মুক্তি দিতে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছে। ইসলাম আর্থিক ব্যবস্থাপনায় যেসব নীতিমালা উপহার দিয়েছে সেগুলো আধুনিক যুগেও সব সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম। বৈশ্বিক অর্থব্যবস্থা ইসলামী নীতিমালার আলোকে পরিচালিত করার জন্য মূলনীতি তৈরির চেষ্টা চলছে। এ প্রচেষ্টার সর্বপ্রথম সফলতা হলো ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ২০২০ সাল পর্যন্ত ৭২টি দেশে ৫২৬টি ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে (IFSB 2021)।

প্রচলিত ব্যাংকিং ধারায় এসব কাজ করা জরুরী নয়। কারণ প্রচলিত ব্যাংকগুলো যে কোন খাতে বিনিয়োগে আইনগত কোন বাধা নেই। যার ফলে প্রচলিত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ বা বিনিয়োগে ঝুঁকির পরিমাণ বেশি থাকে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকিং দ্ধারা বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। ব্যাংকের জন্য পুঁজি বিনিয়োগ আবশ্যক। কারণ পুঁজির উপরেই ব্যাংকের উন্নতি নির্ভরশীল। ইসলামী ব্যাংক টাকাকে পণ্য মনে না করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে, কারণ টাকার কোন নিজস্ব মূল্য নেই। কিন্তু প্রচলিত ব্যাংকগুলো টাকাকে পণ্য মনে করে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে মুনাফা করে। ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ হলো আমানতকৃত অর্থ বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করা। আর বিনিয়োগের ফলে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। এই ঝুঁকির পরিমাণ নির্ভর করে কোন খাতে বিনিয়োগ করা হলো তার উপর। সুতরাং ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত খাতে বিনিয়োগ করা ব্যাংকের প্রধান কাজ। কম ঝুঁকি সম্পন্ন খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলো কৌশলগত কারণে এগিয়ে। কারণ প্রচলিত ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারিত নয়, যেহেতু ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল, অনুৎপাদনশীল, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ও অন্যান্য যে কোন খাতে ঋণ বা বিনিয়োগ করতে পারে কিন্তু ইসলামী ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল ও শরীয়াহ্সম্মত খাত ছাড়া অন্য খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকগুলোর ক্ষেত্রে বিনিয়োগর ক্ষেত্র সীমিত। ব্যাংক হচ্ছে এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠান যার মূলধনের তুলনায় দায়ের পরিমাণ ১০ থেকে ১৫ গুণ বা এর বেশি হয় থাকে। অন্য সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেখানে ঋণ ও মূলধন অনুপাদ ১:১ অনুপাতকে আদর্শ অনুপাত ধরা হয়, সেখানে ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঋণ ও মূলধনের অনুপাত ১০:১ অনুপাতকে আদর্শ অনুপাত ধরা হয় (Moshiur Rahman 2017, N.P) ।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং

বিশ্বে ষাট এর দশকে ইসলামী ব্যাংক ব্যবস্থার সূচনা হলেও বাংলাদেশে এর সূচনা হয় ১৯৮৩ সালে "ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড" প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে মোট ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ১০টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী ব্যাংক কাজ করছে। যাদের শাখা সংখ্যা ১৬৫৯টি। বাকি ৫১টি প্রচলিত ব্যাংকের মধ্যে ১১টি ব্যাংকের ২৩টি ইসলামী ব্যাংকিং শাখা এবং ১৪টি প্রচলিত ব্যাংকের ৫৩৪টি উইন্ডো ইসলামী ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে তাদের ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এছাড়াও কয়েকটি ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংককের কাছে আবেদন করেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য মতে ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ব্যাংকিং সেক্টরে ইসলামী ব্যাংকসমূহের শেয়ার ২৮.৪৩ শতাংশ। পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে শাখার সংখ্যা হলো ১১,১৫৩টি। ইসলামী ব্যাংকসমূহের মোট জনশক্তির সংখ্যা ৪৯,৮৫১ জন (Julhas Uddin ND, 2-7)।

ব্যাসেল চুক্তি (Basel Accord)

অ্যাকর্ড হল তিনটি ধারাবাহিক ব্যাংকিং রেগুলেশন চুক্তির একটি সিরিজ (ব্যাসেল-১, ২, এবং ৩) যা ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন (BCBS) দ্বারা জারি করা হয়েছে। ব্যাসেল কমিটি ব্যাংকিং এবং আর্থিক বিধি-বিধান, বিশেষত, মূলধন ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং অপারেশনাল ঝুঁকি সম্পর্কিত সুপারিশ প্রদান করে। ব্যাসেল চুক্তি হচ্ছে ব্যাংকিং তদারকি সর্ম্পকিত ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতিমালা ও সুপারিশসমূহ। যেগুলোর মূখ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকগুলোর আর্থিক স্বাস্থ্য কার্যকরভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ব্যাংকের পুজিঁর গুণগত মান রক্ষা করা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং ঝুঁকিভিত্তিক পুঁজির সুরক্ষা, স্বল্পমেয়াদি তহবিলের ওপর ব্যাংকগুলোর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা। ব্যাসেল চুক্তিগুলো নিশ্চিত করে যে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অপ্রত্যাশিত ক্ষতি শোষণ করার জন্য যথেষ্ট মূলধন রয়েছে। সুইজারল্যান্ডের বাসেলে অবস্থিত 'ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট' (BIS) এর অফিসে বিসিবিএস এর সদর দপ্তর হওয়ায় মিটিংগুলোর নাম 'ব্যাসেল অ্যাকর্ড'। বাংলাদেশে ১৯৯৬ সাল থেকে ব্যাসেল-১, ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ব্যাসেল-২ ও ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন শুরু হয় (Sharebusiness24, Nov. 28, 2016)। বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-২ এর আলোকে মূলধন সংরক্ষণ ও ঋণ ঝুঁকির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিআরপিডি সার্কুলার নং ১৪, ৩০শে ডিসেম্বর ২০০৭ সালে জারি করে যা ২০০৯ সাল থেকে বাস্তবায়ন শুরু হয়।

ব্যাসেল কমিটির পরিচয় ও কাঠামো

১৯৭৩ সালে আরব-ইজরাঈল যুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক মুদ্রা এবং ব্যাংকিং মার্কেটে মারাত্মক সংকট দেখা দেয়ার পর ১৯৭৪ সালের শেষের দিকে জি-১০ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের নিয়ে ব্যাসেল কমিটি গঠিত হয়। গ্রুপ অফ টেন দশটি

শিল্পোন্নত দেশ নিয়ে গঠিত, তার মধ্যে সাতটি ছিল ইউরোপীয়ান দেশ যথা: বেলজিয়াম, সুইজারল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, নেদারল্যান্ডস, এবং সুইডেন। বাকি দেশ গুলো হলো- কানাডা, জাপান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ব্যাসেল কমিটি প্রাথমিকভাবে ব্যাংকিং রেগুলেশনস অ্যান্ড সুপারভাইজরি প্র্যাকটিসেস কমিটি নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে সুইজারল্যান্ডের রাজধানী ব্যাসেল শহরে একটি কমিটি গঠিত হয় যা 'ব্যাংকিং কমিটি অফ ব্যাংকিং সুপারভিশন' (বিসিবিএস) নামে পরিচিত। এই কমিটি গঠনের মূলে ছিল ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট (বিআইএস) নামক বিশ্বের প্রাচীনতম আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা ১৯৩০ সালে ব্যাসেল শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই ব্যাংকের দুটি শাখা অফিস হংকং ও মেক্সিকো সিটিতে অবস্থিত। ২০১৯ সাল পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এর সদস্য সংখ্যা ৪৫। ব্যাসেল কমিটি এখন পর্যন্ত ৩টি ব্যাংকিং পরিচালনা ও মূলধন সংরক্ষণ সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যথা: ব্যাসেল-১, ব্যাসেল-২ এবং ব্যাসেল-৩ ।

ব্যাসেল কমিটি গঠনের প্রেক্ষাপট

আরব-ইজরাঈল যুদ্ধ (১৯৭৩ সালের ৬-২৪ অক্টোবর) ১৮দিন ব্যাপী চলে যা ইতিহাসে চতুর্থ আরব-ইজরাঈল যুদ্ধ নামে পরিচিত। যুদ্ধে ইজরাইলের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলো অর্থনৈতিক ও সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে ইসরাঈল বাহিনীকে সাহায্যের কারণে আরব বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলোর সংগঠন ওপেক (OPEC: Organization of the Petroleum Exporting Countries) প্রতিশোধ নেয়ার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলোর নিকট তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে অবরোধ আরোপ করে। ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালের মধ্যেই তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ৩ ডলার থেকে বেড়ে ১২ ডলার পর্যন্ত হয়ে যায় (Nazmush Shakib 2018)। যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও পশ্চিমা দেশগুলো রাতারাতি অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির কবলে পড়ে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির ফলে অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে পড়ে যায় দেশগুলো। অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানের (যেমন বিশ্বব্যাংক) নিকট থেকে ঋণ গ্রহণ শুরু করে দেয় পশ্চিমা দেশগুলো। অপরদিকে মূল্যস্ফীতি কমানোর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদের হার বাড়িয়ে দেয়। ফলে ঋণের উপরে সুদ এতটাই বেড়ে যায় যে তা পরিশোধ করা ঋণগ্রহীতা দেশগুলোর সাধ্যের বাইরে চলে যায়। এদিকে ওপেকভুক্ত দেশগুলো তেল বিক্রি বাবদ যে বিপুল পরিমাণ অর্থ পেয়েছিল, তার উদ্ধৃত্ত অর্থ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং চ্যানেলে জমা রাখে, ফলশ্রুতিতে ব্যাংকগুলোতে অতিরিক্ত তারল্যের সৃষ্টি হয়।

প্রথমে ১৯৮২ সালে লাতিন আমেরিকার দেশ মেক্সিকো ঘোষণা করলো তার পক্ষে আর বৈদেশিক ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা সম্ভব নয়। ফলে ঋণদানকারী ব্যাংকগুলো আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং ঋণের অর্থ সুদে-আসলে আদায় করতে তৎপরতা শুরু করে। ফলাফল হলো আরো ভয়াবহ খারাপ কারণ অধিকাংশ ঋণই ছিল স্বল্পমেয়াদী।

যখন পশ্চিমা দেশগুলো একসাথে ঋণের অর্থ ফেরত দিতে অপারগতা প্রকাশ করে, তখন সেই ঋণগুলোই আরো উচ্চসুদে শ্রেণিকরণ করে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। উক্ত ঋণের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে দেশগুলো তাদের সকল প্রকার উন্নয়ন কার্যক্রম স্থগিত করে ঋণ পরিশোধের চেষ্টা করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমা দেশগুলোর অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড পুরোপুরি ভেঙে যায়, বেকারত্ব, উচ্চ মূল্যস্ফীতি আর ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ায় জনগণের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি দেখা দেয়। যার ফলে ঋণদানকারী ব্যাংকগুলো মূলধন সংকটে পতিত হয় এবং ক্রেডিট বা ঋণ ঝুঁকি বেড়ে যায়। ফলে ভবিষ্যতে এ ধরনের অবস্থা থেকে ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করার জন্য ব্যাসেল কমিটি গঠিত হয়। বিশ্বের ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি প্রবণ সম্পদ হ্রাস ও আর্থিক ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে বেশ কিছু নীতিমালা বা আর্দশ জারি করে যা ব্যাসেল আর্দশ নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে গঠিত ব্যাসেল কমিটি দীর্ঘ ১৩ বছর পর ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে প্রথম ব্যাসেল-১ নীতিমালা ঘোষণা করে। পরবর্তীতে ব্যাসেল-২ ও ৩ নীতিমালা জারির পেছনে সেই একই অর্থনৈতিক মন্দার প্রেক্ষাপট রয়েছে (Fincash 2023)।

ব্যাসেল-১ এর মৌলিক কাঠামো ও প্রয়োগ

ব্যাসেল কমিটি ১৯৮৮ সালের জুলাই মাসে ব্যাসেল-১ মূলনীতি জারি করে। এই ব্যাসেল মডেল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রথমে ব্যাসেল-১ বাস্তবায়ন করা হয়। ১৯৮৮ সাল হতে ২০০৩ সালের ৩০ শে জুন পর্যন্ত ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদ এর তুলনায় ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ৮%।

ব্যাসেল-১ অনুযায়ী ব্যাংকের ঋণ বা Credit এর শুধু Risky weighted Asset বিবেচেনায় নিয়ে তার বিপরীতে Minimum Capital Requirement নির্ধারণ করা হয়। যার প্রধান ফোকাস ছিল ঋণ বা ক্রেডিট ঝুঁকি হ্রাস করা এবং সে লক্ষ্যে ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করা।

ব্যাসেল-১ এর গুরুত্ব

ব্যাসেল-১ ছিল বিসিবিএস এর প্রথম চুক্তি। প্রধানত একটি ব্যাংকের সম্পদ ঝুঁকির ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ করে ক্রেডিট ঝুঁকির হার নির্ধারণ করা ছিল অন্যতম লক্ষ্য। ব্যাসেল-১ তাদের সম্পদের ঝুঁকি স্তরের উপর ভিত্তি করে কতটা মূলধন ব্যাংকগুলোকে রিজার্ভ রাখতে হবে তার নির্দেশিকা প্রবর্তন করেছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো তাদের নিজ নিজ দেশে ব্যাসেল-১ বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকে।

ব্যাসেল-১ মূলত ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তার অনুপাত ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ৮% সংরক্ষণের জন্য ১৯৯২ সালের শেষের দিকে বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানায় (BIS 2023)।

ব্যাসেল-১ এর সুবিধা

ব্যাসেল-১ এর মূলনীতি হলো ভোক্তা এবং প্রতিষ্ঠান উভয়ের জন্য ঝুঁকি হ্রাস করা। যেহেতু ব্যাসেল-২ ব্যাসেল-১ কে ছাড়িয়ে যায়নি, তাই অনেকগুলো ব্যাংক ব্যাসেল-৩

সংযোজন দ্বারা পরিপূরক মূল ব্যাসেল-১ কাঠামোর অধীনে কাজ শুরু করে। ব্যাসেল-১ বেশিরভাগ ব্যাংকের ঝুঁকি প্রোফাইল কমিয়ে দেয়, যার ফলশ্রুতিতে ২০০৮ সালে সাব-প্রাইম বন্ধকি পতনের পর যে ব্যাংকসমূহ জনগণের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে, জনগণ সে সকল ব্যাংক থেকে তাদের বিনিয়োগ ফেরত নিয়ে যায়।

ব্যাসেল-১ ব্যাংকের সেই অতি প্রয়োজনীয় মূলধন প্রবাহের পিছনে চালিকা শক্তি ছিল। ব্যাসেল -১ এর সম্ভবত সবচেয়ে বড় অবদান ছিল যে ব্যাংকিং প্রবিধান এবং সর্বোত্তম অনুশীলনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি বাড়ানো, যা ব্যাংক, ভোক্তা এবং তাদের নিজ নিজ অর্থনীতিকে রক্ষা করে এমন অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের পথ সুগম করে।

ব্যাসেল-১ এর জন্য প্রয়োজনীয়তা

ব্যাসেল-১ ক্রেডিট ঝুঁকিকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে, যা শতকরা হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ: ০%, ১০%, ২০%, ৫০% এবং ১০০%। একটি ব্যাংকের সম্পদ ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহিতার প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে শ্রেণিভুক্ত করা হয়। ব্যাসেল -১ অনুসারে, ব্যাংককে অবশ্যই তার ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের কমপক্ষে ৮% সমান মূলধন (টিয়ার-১ এবং টিয়ার-২) বজায় রাখতে হবে। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যাংকগুলো বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মূলধন ধরে রাখে। যেমন, যদি একটি ব্যাংকের ৪০০০ মিলিয়ন টাকার ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদ থাকে, তাহলে কমপক্ষে ৩২০ মিলিয়ন টাকার (৮% হিসাবে) ন্যূনতম মূলধন বজায় রাখা প্রয়োজন। টিয়ার-১ মূলধন ব্যাংকের সবচেয়ে তরল এবং প্রাথমিক তহবিল উৎস। টিয়ার-২ মূলধন হলো কম তরল সম্পন্ন মূলধন, ঋণ-ক্ষতি এবং পুন:মূল্যায়ন মজুদ ও অপ্রকাশিত মজুদ।

ব্যাসেল পরিপালনে সাধারণত টিয়ার-১ মূলধন ও টিয়ার-২ মূলধন, যেসব উপাদান নিয়ে গঠিত হয় তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলোঃ

টিয়ার-১ মূলধন (Core Capital)

টিয়ার-১ মূলধন ব্যাংকের রিজার্ভে থাকা প্রকৃত মূলধনকে বোঝায় এবং তা ব্যাংকের গ্রাহকদের সাথে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠিত তহবিল। টিয়ার-১ ক্যাপিটালের দুটি উপাদান রয়েছে: কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ এবং অতিরিক্ত মূলধন। কমন ইক্যুইটির মধ্যে রয়েছে - সম্পূর্ণ পরিশোধিত মূলধন, বিধিবদ্ধ সঞ্চিতি, অ-পরিশোধেয় শেয়ার প্রিমিয়াম হিসাব, সাধারণ সঞ্চিতি, অবণ্টিত মুনাফা, মাইনোরিটি ইন্টারেস্ট ইন সাবসিডিয়ারিজ, অপুঞ্জিভূত অপরিশোধযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ার এবং লভ্যাংশ সমতাকরণ হিসাব। এখান থেকে বাদ যাবে সুনামের বহি:মূল্য ও অস্পর্শনীয় সম্পত্তি ইত্যাদি (যদি থাকে)। টিয়ার-১ মূলধন দ্ধারা যে কোন ব্যাংকের অর্থনৈতিক অবস্থা পরিমাপ করা যায়। টিয়ার-১ মূলধন একটি ব্যাংকের ইক্যুইটি মূলধন এবং প্রকাশিত মজুদ বোঝায়। এটি ব্যাংকের মূলধন পর্যাপ্ততা পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। টিয়ার-১ মূলধন অনুপাত একটি ব্যাংকের ইক্যুইটি মূলধনকে তার মোট ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদের সাথে তুলনা করে। ব্যাসেল-১ এর অধীনে যে ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করে তাদের অবশ্যই তাদের ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের কমপক্ষে ৪% টিয়ার-১ ন্যূনতম

মূলধন বজায় রাখতে হবে। ব্যাসেল-২ রীতি অনুসারে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত অর্থ কোর ক্যাপিটাল তথা টিয়ার-১ এ ৫০ শতাংশ রাখতে হতো, ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের ফলে এখন তা বেড়ে ৭০ শতাংশ করা হয়েছে।

টিয়ার-২ মূলধন (Supplementary Capital)

টিয়ার-২ ক্যাপিটাল শব্দটি ব্যাংকের প্রয়োজনীয় রিজার্ভের একটি উপাদানকে বোঝায়। এটি ব্যাংকের মূলধনের দ্বিতীয় বা পরিপূরক টিয়ার হিসাবে গণ্য হয়। টিয়ার-২ ক্যাপিটাল তুলনামূলকভাবে দুর্বল এবং কম গুণগত মানসম্পন্ন হওয়ায় এবং তা পরিমাপ করা কঠিন হওয়ায় টিয়ার-২ ক্যাপিটালকে Supplimentary Capital বলা হয়। ব্যাংকের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা আন্তর্জাতিক ব্যাসেল নীতিমালার অংশ হিসাবে মনোনীত করা হয়েছে। উক্ত সুপারিশমালা ১৯৮০ দশকে দীর্ঘ সময় ধরে ব্যাসেল কমিটি অন ব্যাংকিং সুপারভিশন কর্তৃক প্রণীত হয়েছিল। প্রবিধান অনুসারে ব্যাংকগুলোকে তাদের দায়বদ্ধতা পূরণের জন্য হাতে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অথবা তরল সম্পদ রাখতে হয়। ব্যাসেল-১ এর অধীনে যে ব্যাংকগুলো আন্তর্জাতিকভাবে কাজ করে তাদের অবশ্যই তাদের ঝুঁকিপূর্ণ সম্পদের কমপক্ষে ৪% টিয়ার-২ মূলধন বজায় রাখতে হবে। ব্যাসেল-২ রীতি অনুসারে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত অর্থ সাপ্লিমেন্টারি ক্যাপিটাল তথা টিয়ার-২ এ ৫০ শতাংশ রাখতে হতো, ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের ফলে এখন তা কমে ৩০ শতাংশ করা হয়েছে।

ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদ (RWA)

Risk-weighted asset (RWA) বা ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ বলতে, সাধারণত যে ঋণ বা বিনিয়োগ ব্যাংক বা কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে আদায় করতে হলে ঝুঁকি নিতে হয় তাকে বোঝায়। সমস্ত অনাদায়ী ঋণই হলো ঝুঁকি প্রবণ সম্পদ। ব্যাংকের মোট সম্পদের মধ্যে যে সম্পদগুলো ঝুঁকি বহন করে তার সমষ্টিকে ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদ বলে।

মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) বা মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত হলো এমন একটি অনুপাত যার দ্বারা ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায় পরিশোধের সক্ষমতা যাচাই, ঋণ ঝুঁকি এবং অপারেশনাল ঝুঁকি মোকাবেলায় ব্যাংকের সক্ষমতা যাচাই করা হয়। মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত যে ব্যাংকের যত বেশি, সেই ব্যাংকের সম্ভাব্য ক্ষতি বা ঝুঁকি এড়ানোর সক্ষমতা ততবেশি বলে ধরে নেওয়া হয়। ফলে ব্যাংকের দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা যেমন কম থাকে তেমনি আমানতকারীগণের আমানত হারানোর আশঙ্কাও কম থাকে। রেগুলেটরি ক্যাপিটালকে (টিয়ার-১ ও ২) মোট ঝুঁকি ভিত্তিক সম্পদ দিয়ে ভাগ করে ১০০ দিয়ে গুণ করে মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত নির্ণয় করা হয়।

ব্যাসেল-১: ক্রেডিট ঝুঁকি ফোকাস (Credit Risk Focus)

ব্যবসায়ের ইতিহাস বেশ পুরানো। পুরোনো দিনের ব্যবসা যুগের পর যুগ অতিবাহিত হয়ে আজকের আধুনিক বিশ্বে পদার্পণ করেছে। এর মূলে রয়েছে ব্যাংকিং ব্যবসার

উৎপত্তি। ব্যাংকিং কার্যক্রমের মাধ্যমে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মূল চাহিদা অর্থের যোগান দিয়ে থাকে আধুনিক ব্যাংকগুলো। ব্যাংকিং ব্যবসায়ে রয়েছে সফলতা এবং ব্যর্থতা ও ঝুঁকি সবই। তাই ব্যাংকগুলোকে প্রদেয় বিনিয়োগ বা ঋণ এর ঝুঁকি বহন করতে হয়। ব্যাংকিং ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৭, ২০০৩ সালের ০৭ অক্টোবর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন প্রদান করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগটি পুরোপুরি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। সে কারণেই ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে খেলাপি ঋণ, মূলধন ঘাটতি এবং ডিপোজিট-বিনিয়োগ অনুপাত দিন দিন বাড়ছে।

ঝুঁকি (Risk)

অনিশ্চয়তা হতে ক্ষতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাকে ঝুঁকি বলে। অর্থাৎ কোনো বিনিয়োগ হতে ভবিষ্যতে রিটার্নের পরিবর্তনশীলতাকে ঝুঁকি বলে। যখন কোনো প্রতিষ্ঠান একাধিক প্রকল্পে অর্থায়ন করে, তার ফলে যে ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকির সৃষ্টি হয় তার সমষ্টিকে পোর্টফোলিও ঝুঁকি বলে। ব্যাংকের ক্ষেত্রে পোর্টফোলিও ঝুঁকির সৃষ্টি হয়, কারণ ব্যাংক বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ প্রদান করে। ফলস্বরূপ, পোর্টফোলিও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করা ব্যাংকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। ব্যাংকিং কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করতে হয়। ব্যাংকগুলো তাদের ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকির মুখোমুখি হয়। তার মধ্যে প্রধান তিনটি ঝুঁকির বিষয়ে ব্যাসেল নীতিমালায় আলোচনা করা হয়েছে। সেগুলো হলো ঋণ ঝুঁকি, অপারেশনাল বা পরিচালনাগত ঝুঁকি ও মার্কেট বা বাজার ঝুঁকি।

ঝুঁকির তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ঝুঁকি হলো অনিশ্চয়তার যে অংশটুকু পরিমাপ করা যায়; প্রত্যাশিত আয়ের পরিবর্তনশীলতা; খারাপ কোনো ঘটনা ঘটার আশঙ্কা; এবং প্রত্যাশা হতে বিচ্যুতির যে আশঙ্কা তা মূলত ঝুঁকি। অনিশ্চয়তা হতে ক্ষতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কাকে ঝুঁকি বলে। ঝুঁকির আরেকটি ধারণা হলো উত্থান-পতন। আয়ের উত্থান-পতন যত বেশি হবে, ঝুঁকিও তত বেশি হবে। সব অনিশ্চয়তাই ঝুঁকি নয়। ঝুঁকির কারণে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত ফলাফল না পাওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। আদর্শ বিচ্যুতি (Standard Deviation), বেটা (beta) ও বিভেদাঙ্ক এ সকল পরিসংখ্যানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিমাপ করা হয়। ঝুঁকি ও আয়ের মধ্যে ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সফলভাবে পরিচালনার জন্য ঝুঁকি পরিমাপ করা অত্যাবশ্যক। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে ঝুঁকির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য সবচেয়ে বেশি জরুরি হলো ঝুঁকির উৎস খুঁজে বের করা ও শ্রেণীবিন্যাস করা। উদাহরণ স্বরূপ- গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংক ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর এ ২০ শতাংশ নিট মুনাফার টার্গেট ছিল কিন্তু বছর শেষে দেখা গেল প্রতিষ্ঠানটির প্রকৃত মুনাফা হয়েছে ১৫ শতাংশ। এখানে ৫ শতাংশ বিচ্যুতিকে ঝুঁকির উৎস বলে। কিন্তু যদি প্রত্যাশার বেশি লাভ হতো (৩০ শতাংশ) তাহলেও ঝুঁকির

উৎস বলে বিবেচিত হতো, কারণ অধিক আয়ের কারণ অজানা ছিল। সুতরাং ঝুঁকি পরিমাপ করা যায় বলে তা কমানো বা হ্রাস করা যায়। সুতরাং আর্থিক মূল্যে পরিমাপযোগ্য ক্ষতিই হচ্ছে ঝুঁকি।

ক্রেডিট ঝুঁকি (Credit Risk)

সাধারণত ঋণ প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে ঋণ ঝুঁকির উদ্ভব হয়। এই ঝুঁকি ব্যাংকের অন ব্যালেন্স শীট আইটেম ও অফ ব্যালেন্স শীট আইটেম হতে তৈরী হয়। ব্যাংকের সাথে ঋণ গ্রহীতার পূর্বনির্ধারিত চুক্তি পালনে অক্ষমতা বা অনিচ্ছা থেকে এই ঝুঁকির উদ্ভব ঘটে। ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক শর্ত মোতাবেক সকল দায় (মুনাফা, আসল ও অন্যান্য চার্জ) পরিশোধের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য অনিশ্চয়তাকে বোঝায়। বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি হলো হ্রাসযোগ্য, পরিমাপ যোগ্য ও পরিহার যোগ্য। কোনো বিনিয়োগের প্রকৃত আয় হতে প্রত্যাশিত আয়ের পার্থক্যকেই বিনিয়োগ ঝুঁকি বলা হয়। অর্থাৎ কোনো বিনিয়োগ হতে ভবিষ্যৎ রিটার্নের পরিবর্তনশীলতাকে ঝুঁকি বলে। সুতরাং বিনিয়োগের আয় যত অনিশ্চিত হবে তার পরিবর্তনশীলতা তত বেশি হবে এবং ঝুঁকিও তত বেশি হবে। আয় যত নিশ্চিত হবে তার পরিবর্তনশীলতা তত কম হবে এবং ঝুঁকিও কম হবে। একটি আর্থিক লেনদেনের সাথে যুক্ত ক্রেডিট ঝুঁকি বা ক্রেডিট ডিফল্ট ঝুঁকি কেবল সেই লেনদেনের প্রত্যাশিত ক্ষতি। এটি সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, ক্রেডিট রিস্ক = ডিফল্ট সম্ভাব্যতা × এক্সপোজার × ক্ষতির হার।

ডিফল্ট সম্ভাব্যতা হল একজন দেনাদার তার ঋণ পরিশোধ প্রত্যাহার করার সম্ভাবনা। এক্সপোজার হল ঋণদাতাকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করার কথা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি কেবল ঋণ গ্রহীতার দ্বারা ধার করা এবং মুনাফার অর্থ প্রদানের পরিমাণ। 'ক্ষতির হার = ১ – পুনরুদ্ধার হার' যেখানে পুনরুদ্ধার হার হলো মোট পরিমাণের অনুপাত যা যদি দেনাদার খেলাপি হয়ে যায়। ক্রেডিট ঝুঁকি বিশ্লেষকরা ক্রেডিট ঝুঁকির প্রতিটি নির্ধারক বিশ্লেষণ করে এবং একটি প্রতিষ্ঠানের মুখোমুখি হওয়া ঝুঁকি কমানোর চেষ্টা করে।

ক্রেডিট ঝুঁকি সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ

ক্রেডিট ঝুঁকি সাধারণত ঋণ গ্রহীতা কর্তৃক ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তির শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে বা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হলে উদ্ভব হয়, যা প্রতিষ্ঠানের মুনাফা অর্জন ও মূলধনের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একটি ঋণের একাধিক অস্তিত্ব দেখা দিলে বা একটি ঋণ যখন প্রয়োজন ব্যতীত বর্ধিত করা হয় তখন এই ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ (করোনা ভাইরাস, টর্নেডো, সিডর, আইলা, ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্টি হয়)। দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা/অস্থিতিশীলতা, দেশের অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যস্ফীতি ইত্যাদিও ঋণ ঝুঁকি সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঋণের প্রাক্কলন প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম বা বেশি হলে ঋণ ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত সময়ে ঋণ বিতরণ করা না হলে ঝুঁকি বেড়ে যায়। রাজনৈতিক প্রভাবের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করলে ঝুঁকির

উদ্ভব হয়। অসৎ কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিয়ম বহির্ভূতভাবে ঋণ প্রদানের ফলে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। উপযুক্ত তদারকির অভাবে ঋণ ঝুঁকির উদ্ভব হয়। এছাড়াও ব্যবসায়িক কার্যক্রমে যে কোন ত্রুটির কারণে ঝুঁকি সৃষ্টি হতে পারে।

ক্রেডিট/ বিনিয়োগ ঝুঁকির মৌলিক উপাদান

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে Credit Risk Grading Manual জারি করে। উক্ত ম্যানুয়ালে উল্লেখিত ক্রেডিট/ঋণ বা বিনিয়োগ ঝুঁকির মৌলিক উপাদানগুলোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। পাঁচটি মৌলিক উপাদানের ২৫টি ঝুঁকিভিত্তিক উপাদান নির্ধারণ করা হয়েছে, যাদের মোট মান ১০০ ধরে ঝুঁকির মাত্রার উপর নির্ভর করে শ্রেণীবিন্যাস করা হয়েছে (Bangladesh Bank 2005, 14)। নিম্নে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ ধারাবাহিকভাবে ঝুঁকিগুলোর মানসহ আলোচনা করা হলো।

১. আর্থিক ঝুঁকি (Financial Risk) ৫০ শতাংশ

আর্থিক ঝুঁকি হল দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদানের পর তা আদায়ের ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়; প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোয় ঋণ অর্থ ব্যবহারের ফলে উদ্ভূত অনিশ্চয়তা; বহি:স্থ উৎস থেকে অর্থায়ন করলে; দায় পরিশোধের যে অক্ষমতা তৈরী হয় এবং বিনিয়োগ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার যে আশঙ্কা তৈরী হয়, এটাকেই আর্থিক ঝুঁকি বলে। আর্থিক ঝুঁকির কারণে কোম্পানির দ্রুত বিলোপসাধন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আর্থিক ঝুঁকি বিনিয়োগকারীকে বহন করতে হলে মালিক ও কর্মচারীদের ব্যবসায়িক ঝুঁকি বহন করতে হয়। যে প্রতিষ্ঠানের ঋণ-মূলধন বেশি, সে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকি বেশি। সরকার করের হার বৃদ্ধি করলে ব্যবসায়ীদের বেশি কর দিতে হয়, ফলে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ঝুঁকির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। মূলধন কাঠামো পরিবর্তন করে আর্থিক ঝুঁকি পরিহার করা যায়। প্রতিষ্ঠানের মূলধন কাঠামোতে ঋণ করা মূলধন বেশি থাকলে আর্থিক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। ব্যাংকের আর্থিক ঝুঁকিগুলো বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকগুলোর জন্য আর্থিক ঝুঁকিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছে এবং তাদের মান নির্ধারণ করেছে। সেগুলো হলো:

১.১ লিভারেজ ঝুঁকি (Leverage Risk) ১৫ শতাংশ

লিভারেজ এর অর্থ হচ্ছে কোম্পানি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যবসায়ীর ঋণের উপর নির্ভরতা। অর্থাৎ একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে মোট বিনিয়োজিত মূলধনের বা সম্পদের মধ্যে কতটুকু নিজ উৎসের এবং কতটুকু ঋণের উপর নির্ভরশীল। এটা Debt-Equity Ratio এর মাধ্যমেও প্রকাশ করা যায়। অন্যভাবে, মোট দায় এবং মোট নীট (Tangible) সম্পদের অনুপাত হচ্ছে Debt-equity Ratio মোট দায় নির্ণয় করতে হলে চলতি দায়ের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণ, বিবিধ পাওনাদার, প্রদেয় বকেয়া খরচাবলি অগ্রিম আয় সম্পদ এবং দীর্ঘ মেয়াদী দায়সমূহের মধ্যে মেয়াদী ঋণ, সঞ্চিতি তহবিল ইত্যাদি যোগ করতে হয়। নীট সম্পদের মধ্যে কোম্পানির বেলায় Paid up Capital, ডাইরেক্টরদের ঋণ, Ratained Earning, রিজার্ভ ইত্যাদি

অন্তর্ভূক্ত। চলতি মূলধনের বেলায় মার্জিন বিবেচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ ৩০% মার্জিনের বেলায় লিভারেজ হবে $\frac{70}{30}$ বা ২.৩৩ এবং স্কোর হবে ৮। Debt-Equity Ratio, ২৫ এর নীচে হলে leverage এর স্কোর হবে ১৫ এবং ২.৭৫ এর বেশী হলে স্কোর হবে শুন্য (Krishi Bank 2017, 23)।

লিভারেজ অনুপাত ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের প্রয়োজনীয়তাগুলোর একটি বিশ্বাসযোগ্য সম্পূরক পরিমাপ হিসেবে কাজ করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy" নামে ২০১৪ সালে বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮ জারি করে। উক্ত সার্কুলার বাস্তবায়নের জন্য লিভারেজ সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮, ২০২১ সালের ১৮ আগস্ট জারি করে। সে আলোকে উক্ত গাইডলাইন্সের ৪ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে দেশের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে এবং ব্যাংকের মূলধন ও দায়ের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষার্থে ব্যাসেল-৩ কাঠামোর আলোকে ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার পাশাপাশি তফসিলি ব্যাংকসমূহকে ২০১৫ সাল হতে ন্যূনতম শতকরা ৩ শতাংশ লিভারেজ অনুপাত সংরক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত গাইডলাইন্সের ৪.৪ নং অনুচ্ছেদে ২০১৭ সাল হতে উক্ত লিভারেজ অনুপাত পুর্নবিন্যাস করার পরিকল্পনার বিষয় উল্লেখ করা হয়। ব্যাসেল-৩ কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের মোট টিয়ার-১ মূলধন ও মোট সম্পদের অনুপাতকে লিভারেজ অনুপাত বলা হয়। ২০১৯ সাল থেকে দেশের ব্যাংকিং খাতে সম্পূর্ণরূপে ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন করা হলেও ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার ন্যায় ব্যাংকের লিভারেজ অনুপাত তুলনামূলকভাবে কাম্যস্তরে বৃদ্ধি পায়নি। লিভারেজ অনুপাত কাঙ্খিত পর্যায়ে উন্নীতকরণের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের আমদানি ব্যয় হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি সামগ্রিক আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু, লিভারেজ অনুপাত বৃদ্ধি পেলে ব্যাংকের গুনগত মূলধন বৃদ্ধি পাবে যার ফলে অপ্রত্যাশিত ক্ষতির বিপরীতে ব্যাংকের ঝুঁকি সহনশীলতাও বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য লিভারেজ অনুপাত ২০২৩ সাল হতে বাৎসরিক ০.২৫ শতাংশ হারে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধিপূর্বক বিদ্যমান ৩ শতাংশের স্থলে ২০২৬ সালের মধ্যে ৪ শতাংশে উন্নীত করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সে হিসেবে ২০২৩ সালে ৩.২৫ শতাংশ, ২০২৪ সালে ৩.৫০ শতাংশ, ২০২৫ সালে ৩.৭৫ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ৪.০০ শতাংশ লিভারেজ অনুপাত সংরক্ষণ করতে হবে।

১.২ তারল্য ঝুঁকি (Liquidity Risk) ১৫ শতাংশ

Liquidity এটা হচ্ছে Current Ratio। এটা নির্ণয় করতে হলে চলতি সম্পদকে চলতি দায় দিয়ে ভাগ করে নির্ণয় করতে হবে। চলতি সম্পদের মধ্যে নগদ ও ব্যাংক জমা, এলসি মার্জিন, বিনিয়োগ, সমাপনী মজুদ, দেনাদারবৃন্দ, ইনভেন্টরী ইত্যাদি এবং চলতি দায়ের মধ্যে স্বল্প মেয়াদী ব্যাংক ঋণ, মেয়াদী ঋণের চলতি অংশ, বিবিধ পাওনাদার, প্রদেয় বিল, বকেয়া খরচাবলি, অগ্রিম প্রদান, প্রদেয় ডিভিডেন্ট ইত্যাদি

অন্তর্ভুক্ত হবে। Current Ratio এর মান ২.৭৪ এর বেশি হলে Liquidity এর স্কোর হবে ১৫ এবং ০.৭০ এর কম হলে স্কোর শুন্য (Krishi Bank 2017, 24)।

কোনো একটি সম্পদ সহজে নগদ টাকায় রূপান্তর করতে না পারার আশঙ্কাই হচ্ছে তারল্য ঝুঁকি। যে বাজারে শেয়ার, বন্ড এবং ডিবেঞ্চার ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় সে বাজারের আকার ও কাঠামোর উপর তারল্য ঝুঁকি–নির্ভর করে। বিনিয়োগ (সম্পত্তি) বিক্রয় করার অনিশ্চয়তা থেকে তারল্য ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। যে কোন সম্পত্তিই বিক্রয় করা যায় তবে সেক্ষেত্রে অনেক সময় বাট্টা দিতে হয়। তবে সম্পত্তি বিক্রি করতে যত বেশি বাট্টা দিতে হবে, তত বেশি তারল্য ঝুঁকি হবে। সেজন্য বাজারের আকার ও প্রকৃতির উপর তারল্য ঝুঁকি নির্ভর করে। ব্যাংকের তারল্য ঝুঁকি বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো খেলাপি ঋণ বা বিনিয়োগ বৃদ্ধি।

১.৩ লাভজনকতা ঝুঁকি (Profitability Risk) ১৫ শতাংশ

Profitability এটা হচ্ছে Operating Profit margin, এটা নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে $\frac{Operating\ Profit}{Sales} \times 100$ প্রতিষ্ঠানের মোট লাভ (Gross profit) হতে অপারেটিং খরচ (অফিস, ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক খরচ, বিক্রয় ও বিতরণ খরচ) বাদ দিলে অপারেটিং মুনাফা পাওয়া যায়। বিক্রয় (Sales) বলতে Total Sales Revenue কে বোঝায়। মোট বিক্রয়লব্ধ হতে বিক্রয় ফেরত, বাট্টা বা ভ্যাট বাদ দিতে হবে। Operating Profit Margin ২৫% এর বেশি হলে Profitability স্কোর ১৫ এবং ১% এর নিচে হলে স্কোর শুন্য (Ibid)।

লাভজনকতা ঝুঁকি হলো ব্যাংকের প্রত্যাশিত লাভের তুলনায় প্রকৃত লাভ যদি কম বা বেশি হয় তাহলে লাভজনকতা ঝুঁকি সৃষ্টি হয়। এই ঝুঁকির প্রধান উপাদান হলো বিনিয়োগ। বিনিয়োগকৃত মূলধন প্রত্যাশিত লাভসহ যথা সময়ে ফেরত পাওয়ার অনিশ্চয়তা যত বেশি হবে লাভজনকতার ঝুঁকি তত বেশি হবে। সুতরাং লাভজনকতা ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বিনিয়োগ আয় ও অন্যান্য পরিচালন আয় বৃদ্ধির সঠিক পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

১.৪ কভারেজ ঝুঁকি (Coverage Risk) ৫ শতাংশ

Coverage বলতে Interest coverage ratio বুঝায়। অর্থাৎ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে অর্জিত আয় এবং গৃহীত ঋণের মুনাফার অনুপাতই হচ্ছে Coverage ratio. এটি ব্যাংকের ঋণ বা বিনিয়োগ পরিষেবা এবং তার আর্থিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ক্ষমতার একটি পরিমাপ। কভারেজ যত বেশি হবে, তার ঋণ বা বিনিয়োগের লভ্যাংশ প্রদান করা তত সহজ হবে। সোজা কথায় একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর ও মুনাফা পূর্ব আয়ের মাধ্যমে গৃহীত ঋণের মুনাফা পরিশোধের ক্ষমতার মাত্রা হচ্ছে Coverage. ব্যাংকের বিভিন্ন ধরনের কভারেজ অনুপাতের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের কভারেজ ঝুঁকি চিহ্নিত, পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কভারেজ পরিমাপের সূত্রটি হচ্ছে,

$$\frac{\text{Earning before Interest \& Tax}}{\text{Interest on debt}}$$

Interest coverage Ratio এর মান ২ এর বেশি হলে স্কোর ৫ এবং ১ এর নিচে হলে স্কোর শুন্য (Ibid)।

২. ব্যবসায়িক ঝুঁকি (Business Risk) ১৮ শতাংশ

অনিশ্চিত ব্যবসায়িক পরিবেশের কারণে বিনিয়োগ থেকে মুনাফার অনিশ্চয়তাকে ব্যবসায়িক ঝুঁকি বলে। ব্যবসায়িক ঝুঁকি হল বাজারের অবস্থার পরিবর্তন, গ্রাহকের চাহিদা, সরকারি বিধিবিধান এবং ব্যবসায়ের অর্থনৈতিক পরিবেশের কারণে তুলনামূলকভাবে কম লাভের উপার্জন বা ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যাংকের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং কার্যক্রম থেকে প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে কোনোরূপ অনিশ্চয়তা দেখা দিলে, পরিচালন ব্যয় পরিশোধের অক্ষমতা এবং অতিরিক্ত স্থায়ী খরচের প্রবণতা থেকে ব্যবসায়িক ঝুঁকির সৃষ্টি হয়। ব্যবসায়িক ঝুঁকি হল একটি অপদ্ধতিগত ঝুঁকি (non systemic risk)। ব্যবসায়িক ঝুঁকির কারণ হল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার ভুল সিদ্ধান্ত বা সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে বিলম্ব, অদক্ষতা, দেশীয় মুদ্রার বিনিময় মূল্যে প্রতিকুল পরিবর্তন, নতুন প্রতিযোগির আবির্ভাব। ব্যবসায়িক ঝুঁকি পরিহার করার জন্য দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ না করে স্বল্প মেয়াদি বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ব্যবসায়িক ঝুঁকি পরিহারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যাংকগুলোর তুলনায় ইসলামী ব্যাংকগুলো এগিয়ে। কারণ ইসলামী ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুযায়ী শরীয়াহ্ সম্মত পণ্য-দ্রব্যে বিনিয়োগ করে থাকে। অপরদিকে, প্রচলিত ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল, অনুৎপাদনশীল এবং যে কোন পণ্য-দ্রব্যে বা ব্যক্তির প্রয়োজন পূরণের জন্য ঋণ প্রদান করে থাকে। যার ফলে ঝুঁকির মাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়ে থাকে। খেলাপি ঋণের পরিমাণ ইসলামী ব্যাংকগুলোর তুলনায় প্রচলিত ব্যাংকগুলোতে বেশি। এ ধরনের ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণের অন্যতম প্রধান উপায় হলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বন করা। ব্যাংকের ক্ষেত্রে Earnings before interest and taxes (EBIT) পরিবর্তনশীলতার মাধ্যমে ব্যবসায়িক ঝুঁকি মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। পরিবর্তনশীলতা হল ইবিআইটি যা Earnings per share (EPS) কে প্রভাবিত করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক চিহ্নিত ব্যবসায়িক ঝুঁকিগুলো হলো-

২.১ ব্যবসার আকার (Size of Business) ৫ শতাংশ

Size of Business হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার। সাধারণত বাংলাদেশী টাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/শিল্পে একটি আর্থিক বৎসরে মোট বিক্রিত আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে স্কোর প্রদান করা হয়। নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র হতে মোট বিক্রিত আয় নির্ণয় করা হয়। ব্যক্তি বিশেষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যেখানে এ ধরনের নিরীক্ষিত স্থিতিপত্র থাকে না সেখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয়ের খাতা-পত্রে উল্লেখিত বাস্তব ভিত্তিক তথ্যের উপর নির্ভর করে মোট বিক্রিত আয় নির্ণয় করা হয়। বিক্রিত আয় ৬০.০০

কোটি টাকার বেশি হলে স্কোর ৫ এবং ২.৫০ কোটির কম হলে স্কোর হবে শুন্য। নতুন প্রস্তাবের বেলায় ১ম বছরের Projection এর তথ্য থেকে তৈরি করা হয়।

প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের পরিধির উপর ঝুঁকি নির্ভর করে। ব্যবসার পরিধি বেশি হলে মুনাফার পরিমাণও বেশি হবে। মুনাফা যত বেশি ঝুঁকি তত বেশি। ব্যবসায়ের সাফল্য ব্যবসার আকার বা পরিধির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। প্রতিষ্ঠান বড় হলে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক, ব্যবসায়িক ও অন্যান্য সমসাময়িক ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হয়। বড় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ঝুঁকি পরিমাপ, চিহ্নিত ও হ্রাস করা অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং কিন্তু তুলনামূলক ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অনেকটাই কম। এটা হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আকার। সাধারণতঃ বাংলাদেশী টাকায় সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/শিল্পে একটি আর্থিক বৎসরে মোট বিক্রয় আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে স্কোর প্রদান করা হয়। বিক্রয় আয় ৬০.০০ কোটি টাকার বেশি হলে স্কোর ৫ এবং ২.৫০ কোটির কম হলে স্কোর হবে শূন্য।

২.২ ব্যবসার বয়স (Age of Business) ৩ শতাংশ

Age of Business এটা হচ্ছে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ে কত বছর নিয়োজিত রয়েছে তার হিসাব। এ ক্ষেত্রে যে ব্যবসা শুরু করা হয়েছে তার কোনো পরিবর্তন না করে ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকার ব্যাপ্তি। ব্যবসা পরিবর্তন করা হলে পরিবর্তিত অবস্থার ব্যাপ্তি বোঝাবে। ব্যবসার ব্যাপ্তি ১০ বছরের বেশি হলে স্কোর ৩ এবং ২ বছরের কম হলে স্কোর শুন্য হবে। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য অনেকাংশে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বয়সের উপর নির্ভর করে। যে প্রতিষ্ঠানের বয়স বেশি সে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি মোকাবেলা করার অভিজ্ঞতা বেশি। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঝুঁকি হ্রাসের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বয়স একটি বিবেচ্য বিষয়। ব্যাংক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য ব্যবসার বয়স বিবেচনা করে।

২.৩ Business Outlook (৩ শতাংশ)

Business Outlook এটা হচ্ছে একজন ব্যবসায়ী/প্রতিষ্ঠান/একটি শিল্পে বা বাজারে বা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কতটুকু অবদান রাখছে তার হিসাব। অন্য কথায় সংশ্লিষ্ট ঋণ প্রার্থী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাজারের কত অংশ তার অবদান রয়েছে তার মূল্যমান প্রকাশ করে। প্রার্থীত ঋণের উদ্দেশ্যটি যদি অর্থনীতিতে যথেষ্ট favourable হয় তবে স্কোর- ৩, Stable হলে স্কোর- ২, কিছুটা অনিশ্চিত হলে স্কোর- ১ (Ibid)। ব্যাংকগুলো বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে ঝুঁকি পরিমাপ করার জন্য বিজনেজ আউটলুক যথাযথভাবে মূল্যায়ন করে থাকে।

২.৪ শিল্প প্রবৃদ্ধি (Industry Growth) ৩ শতাংশ

Industry Growth এটা হচ্ছে প্রার্থীত ঋণের উদ্দেশ্যটি একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির কত অংশ। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়ভাবে বা কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রয়োজন। যেমন লবন উৎপাদন। এ পণ্যটির সামগ্রিক চাহিদা, সরবরাহ, দেশে বিদ্যমান উৎপাদন ইত্যাদির গবেষণালব্ধ ফলাফল হতে এর

Demand-supply gap নির্ণয় করে এর প্রয়োজনীয়তা শতকরা হারে নির্ণয় করা। আমাদের দেশে যেহেতু প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য স্বীকৃত কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা হয় না, সেজন্য প্রকৃত Growth জানা যায় না। ব্যবসায়িক রীতি অনুযায়ী প্রার্থীত ঋণের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা প্রচুর অনুভূত হলে Good অর্থাৎ স্কোর ২ এবং মোটামুটি হলে Moderate অর্থাৎ স্কোর ১ ধরা হয় (Krishi Bank 2017, 25)। এক্ষেত্রে শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্বির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ ব্যাংকগুলোর অন্যতম দায়িত্ব। যে প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধি কম সে প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি বেশি। ব্যাংকগুলো বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য প্রবৃদ্ধির বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে।

২.৫ বাজার প্রতিযোগিতা (Market Competition) ২ শতাংশ

দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি অবস্থা পরিবর্তনের ফলে বিনিয়োগকৃত সম্পত্তির মূল্য হ্রাস পাওয়ার আশঙ্কা থেকে যে ঝুঁকির উদ্ভব হয় তাকে বাজার ঝুঁকি বলে। বাজার প্রতিযোগিতা হল প্রার্থীত বিনিয়োগের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যটির বাজারে কিরূপ প্রতিযোগিতার, দক্ষতা বা প্রভাব রয়েছে তার মাত্রা নির্ণয়। পণ্যটি বাজারে Dominant Player হলে স্কোর ২, Moderate competetive হলে স্কোর ১ এবং Highly competitive হলে স্কোর শুন্য হবে (Krishi Bank 2017, 25)। প্রতিযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশে ব্যাংকগুলোকে কাজ করতে হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাংক বিভিন্ন অফার দিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এ কারণে ব্যাংকিং খাতে একধরনের অসুস্থ প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে ঝুঁকির মাত্রা দিন দিন বাড়ছে। এধরনের ঝুঁকি হ্রাসের জন্য প্রয়োজন দেশের সকল ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের জন্য অভিন্ন কাঠামো তৈরি করা যাতে আমানত গ্রহণ ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো অসুস্থ প্রতিযোগিতা না করতে পারে।

২.৬ প্রবেশ বা প্রস্থান বাধা (Entry/ Exit Barriers) ২ শতাংশ

প্রবেশ বা প্রস্থান বাধা হলো উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বাজারজাত করার ক্ষেত্রে বৈরিতা আছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়। বিনিয়োগকৃত পণ্যটি যদি বাজারজাত করণে কোন বাধা না থাকে, তাহলে ব্যবসায়ির লাভজনকতা বৃদ্ধি পাবে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রবেশ বা প্রস্থানের বিষয়টি বিবেচনায় নেয়। প্রতিকূলতার মাত্রা বেশি হলে স্কোর হবে ২, তুলনামূলক কম হলে স্কোর হবে ১ এবং কোন বৈরিতা বা বাধা না থাকলে স্কোর হবে শূন্য।

৩. ব্যবস্থাপনা ঝুঁকি (Management Risk) ১২ শতাংশ

প্রকৃত ফলাফল প্রত্যাশিত ফলাফল থেকে ভিন্ন হওয়ার আশঙ্কাকে ঝুঁকি বলে। ব্যবস্থাপনা ঝুঁকির উদ্ভব হয় মূলত অভিজ্ঞতা, উত্তরাধিকার পরিকল্পনা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে অদক্ষতা ও অব্যবস্থাপনার কারণে। ব্যবস্থাপনার দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে। সেই লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অভিজ্ঞতা, উত্তরাধিকার এবং টিমওয়ার্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

৩.১ অভিজ্ঞতা (Experience) ৫ শতাংশ

কোন বিষয়বস্তুর ওপর নানা রকম জ্ঞান পূর্ব থেকেই অর্জন করাকে অভিজ্ঞতা বলে। তাই অভিজ্ঞতা হচ্ছে কারবারের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা। Experience এটা হচ্ছে কারবারের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা। একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মূল মালিক/উচ্চতর পর্যায়ের মূল ব্যবস্থাপনা দক্ষতার সহিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার অভিজ্ঞতার মূল্যায়ন। মূল ব্যবস্থাপনা/উচ্চতর ব্যবস্থাপনা ১০ বছরের অধিক ব্যবসায়ে নিয়োজিত থাকলে স্কোর ৫, ৫-১০ বছরের জন্য স্কোর ৩, ১-৫ বছরের জন্য স্কোর ১, কোন দক্ষতা না থাকলে স্কোর শুন্য (Ibid)। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩.২ Second Line/Succession (৪ শতাংশ)

Second Line/Succession দ্বারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটির মূল মালিকানা কিংবা ব্যবস্থাপনার পরিবর্তনের ধারা বা গতির বিশ্লেষণ করাকে বোঝায়। কোনো পরিবর্তন না হলে স্কোর ৪, ব্যবস্থাপনার পরিবর্তন ১-২ বছরের মধ্যে হলে স্কোর ৩, ২-৩ বছরের মধ্যে হলে ২ (Ibid)।

৩.৩ দলবদ্ধভাবে কর্ম সম্পাদন (Team Work) ৩ শতাংশ

টিম ওয়ার্ক বলতে বোঝায় দলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। প্রতিষ্ঠানের সফলতা নির্ভর করে পারস্পরিক সহযোগিতা বা টিম ওয়ার্কের উপর। পারস্পরিক সহযোগিতা মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে চলছে কিনা বা ব্যবস্থাপনার কোন ত্রুটি আছে কিনা তা মূল্যায়ন করা হয়। সে লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রার্থী টিমওয়ার্কের ধরন কেমন তা যাচাই করা ব্যাংকিং কার্যক্রমের অন্যতম অংশ। কারণ প্রত্যেকের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা যদি একত্রে কাজে লাগানো যায় তাহলে প্রতিষ্ঠানের অনাগত ঝুঁকিগুলো হ্রাস করা সহজ হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার দক্ষতা খুব ভাল হলে স্কোর ৪, মোটামুটি হলে ২, খারাপ হলে ১ এবং ব্যবস্থাপনায় অসহযোগিতা থাকলে স্কোর শূন্য হবে।

৪. নিরাপত্তা ঝুঁকি (Security Risk) ১০ শতাংশ

ব্যাংক আমানতকৃত অর্থ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে থাকে। মুনাফার সাথে ঝুঁকির বিষয়টি জড়িত। মুনাফার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হলে ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস করতে হবে। ব্যাংক যে প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করবে সে প্রতিষ্ঠানের ঋণ বা বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধ করার অতীত রেকর্ড যাচাই করা ঝুঁকি হ্রাসের একটি অন্যতম পদ্ধতি। এছাড়াও বিনিয়োগের অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে গ্রাহকের কাছ থেকে ব্যাংক উপযুক্ত জামানত গ্রহণ করে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংক নিরাপত্তার ঝুঁকি মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তিনটি বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন, তা হলো- Security coverage; Collarateral Coverage এবং Support (Guarantee)।

৪.১ Security coverage (৪ শতাংশ)

সিকিউরিটি কভারেজ হলো প্রত্যাশিত বিনিয়োগের তুলনায় জামানতের অনুপাত। বিনিয়োগের পরিমাণের চেয়ে জামানতের পরিমাণ যত বেশি হবে বিনিয়োগ তত নিরাপদ হবে। জামানতের গুণগত মান এর উপর বিনিয়োগ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকির পরিমাণ নির্ভর করে। সেলক্ষ্যে জামানতের পরিমাণের সাথে সাথে গুণগত দিকটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যাশিত বিনিয়োগের বিপরীতে জামানতের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করা হয়। প্রাথমিক জামানত যদি সম্পূর্ণ পণ্য বন্ধকী হয় বা বিনিয়োগের বৃহদাংশ কোন নগদ সম্পদ (স্থায়ী আমানত/বন্ড ইত্যাদি) বা নিবন্ধিত বন্ধক হয়, তবে (Registered Mortgage) হয়, তবে স্কোর হবে ৪, রেজিস্টার্ড হাইপোথিকেশনের ক্ষেত্রে ১ম চার্জ হলে স্কোর হবে ৩, দ্বিতীয় চার্জ হলে ২, সাধারণ হাইপোথিকেশন হলে স্কোর হবে ১ এবং কোন জামানত না থাকলে স্কোর হবে শূন্য। প্রতিটি ব্যাংক বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য সিকিউরিটি কভারেজের বিষয়টি খুবই গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে।

৪.২ Collarateral Coverage (৪ শতাংশ)

জামানত কভারেজ হল জামানতকৃত সম্পত্তির অবস্থানের মূল্যায়ন করে গ্রেডিং করা। সিটি কর্পোরেশন, জেলা এবং গুরুত্বপূণ্য বাণিজ্যিক এলাকার ক্ষেত্রে এবং জামানতকৃত সম্পত্তির সাথে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সহজেই বিক্রয় যোগ্য তাহলে নিবন্ধিত বন্ধক (Registered Mortgage) এর ক্ষেত্রে স্কোর হবে ৪, পৌরসভা/উপজেলা/উপশহর বা তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক এলাকা হলে সেক্ষেত্রে স্কোর হবে ৩, কোন জমি বা Equitable Mortgage না হয়ে যদি Plant and Machinery হয় তবে সেক্ষেত্রে স্কোর হবে ২। জামানত বিহীন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্কোর হবে শূন্য।

৪.৩ Support (Guarantee) ২ শতাংশ

এমন অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের জামানত দিয়ে বিনিয়োগ গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত জামানত নেই। কিন্তু মার্কেটে তাদের বেশ সুনাম রয়েছে। নীতি নৈতিকতার ভিত্তিতে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গ্রাহকের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের ব্যবসায়িক পরিধি বৃদ্ধির জন্য ঋণ বা বিনিয়োগের প্রয়োজন পড়ে। সেক্ষেত্রে ব্যাংকগুলো আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য ব্যক্তিগত বা কর্পোরেট গ্যারান্টি নিয়ে বিনিয়োগ প্রদান করে থাকে। উচ্চ নীট সম্পদ (High Net Worth) যুক্ত ব্যক্তিগত অথবা কর্পোরেট গ্যারান্টির ক্ষেত্রে স্কোর হবে-২, মোটামুটি নীট সম্পদযুক্ত গ্যারান্টির ক্ষেত্রে স্কোর হবে-১, কোন গ্যারান্টি না থাকলে স্কোর শূন্য হবে (Ibid)।

৫. পারস্পরিক সম্পর্ক ঝুঁকি (Relationship Risk) ১০ শতাংশ

বাংলাদেশ ব্যাংক পারস্পরিক সম্পর্ক ঝুঁকিকে চারটি উপাদানে ভাগ করেছে। সেগুলো হলো- হিসাব পরিচালনা; ইউটিলাইজেশন অফ লিমিট; চুক্তি বা শর্ত মেনে চলা এবং ব্যক্তিগত আমানত। (Bangladesh Bank 2005)

৫.১ হিসাব পরিচালনা (Account conduct) **৫ শতাংশ**

ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক হিসাব পরিচালনা করে থাকে। ব্যাংক হিসাবে লেনদেনের পরিমাণ দেখে প্রতিষ্ঠানের আর্থিক কাঠামো কেমন তা যাচাই করা যায়, যার ফলে প্রত্যাশিত বিনিয়োগ গ্রাহকের অতীতে গৃহীত বিনিয়োগের Performance, আর্থিক লেনদেন এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় মূল্যায়ন করা হয়। কোন ঋণ/বিনিয়োগ হিসাবের পূর্বের ৩ বছর খেলাপী ব্যতিত সন্তোষজনক লেনদেন থাকলে স্কোর হবে ৫; খেলাপি ব্যতিত সন্তোষজনক লেনদেন ৩ বছরের কম সময় হলে স্কোর হবে ৪, নির্ধারিত বিনিয়োগের যৌক্তিক কারণে অনির্ধারিত/বিলম্বিত সময়ে পরিশোধের মাধ্যমে হিসাব নিয়মিত থাকলে স্কোর হবে ২ এবং মেয়াদোত্তীর্ণ থাকলে বা হিসাব অনিয়মিত থাকলে স্কোর হবে শূন্য (Krishi Bank 2017, 26)।

৫.২ Utilization of limit: (actual/ projection) ২ শতাংশ

ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো তার ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধন ব্যবহারে বিনিয়োগ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের কোন সীমাবদ্ধতা আছে কিনা তা যাচাই করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অনাকাঙ্খিত যে কোন ঘটনার কারণে ব্যবসায়িক স্বাভাবিক কার্যক্রম পরিচালনায় ব্যাঘাত ঘটতে পারে। এছাড়াও ব্যবসায়ের প্রকৃতি, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং অন্যান্য উপাদানের তারতম্যের কারণে অনেক সময় মঞ্জুরিকৃত বিনিয়োগ সীমার সম্পূর্ণ অংশ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করা প্রয়োজন নাও হতে পারে। সেই অনিশ্চয়তা থেকে প্রতিষ্ঠানে ঝুঁকির উৎপত্তি হয়। বিনিয়োগের লিমিট ব্যবহারের উপর ঝুঁকির মাত্রা নির্ণয় করা হয়, কারণ বিনিয়োগ বেশি হলে লাভ বেশি। মঞ্জুরীকৃত বিনিয়োগ সীমার ৬০% এর বেশি ব্যবহৃত হলে স্কোর হবে ২; ৪০%-৬০% হলে স্কোর হবে ১ এবং ৪০% এর কম হলে স্কোর হবে শুন্য। সম্পূর্ণ নতুন প্রস্তাবের ক্ষেত্রে স্কোর ধরা হয় ২।

৫.৩ Compliance of convenants/ conditions (২ শতাংশ)

ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদানের সময় বিনিয়োগ গ্রাহকের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়ে থাকে। বিনিয়োগ গ্রাহক কর্তৃক সেই অঙ্গীকার বা শর্তাবলী কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে তার উপর প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি নির্ভর করে। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বিনিয়োগ গ্রাহককে মঞ্জুরীপত্রে দলিলায়নসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট শর্তাদি পূরণ করার জন্য বলা হয়। অনেক বিনিয়োগ গ্রাহক এ সকল শর্তাদি পুরোপুরি পালন করতে পারেন। শর্তাদি পূরণের যোগ্যতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকির মান নির্ণয় করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক উল্লেখিত শর্তাদি পরিপূর্ণভাবে পরিপালনের ক্ষেত্রে স্কোর হবে ২ এবং আংশিক পরিপালনের ক্ষেত্রে স্কোর হবে ১।

৫.৪ ব্যক্তিগত আমানত (Personal Deposit) ১ শতাংশ

মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন। ভবিষ্যতের অপ্রত্যাশিত প্রয়োজন পূরণের জন্য ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে সঞ্চয় করে থাকে। ব্যবসায়ীগণ

তাদের আয়ের একটি অংশ সঞ্চয়ের ফলে কারবারের অপ্রত্যাশিত ঝুঁকি হ্রাস করার চেষ্টা করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংক বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে বিনিয়োগ প্রার্থী/প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির পরিচালকদের ব্যক্তিগত আমানত হিসাব সম্পর্কিত বিষয়টি বিবেচনায় নেয়। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ ঝুঁকি হ্রাসের উপাদান হিসেবে ব্যক্তিগত আমানত থাকলে স্কোর ধরা হয় ১ এবং ব্যক্তিগত আমানত না থাকলে স্কোর ধরা হয় শূন্য (Ibid)।

ব্যাসেল-২ নীতিমালা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন কাঠামো নির্ধারণের একটি আন্তর্জাতিক মানদণ্ড হলো ব্যাসেল-২। এটি ব্যাসেল কমিটির দ্বিতীয় মডেল, যা ২০০৪ সালে প্রকাশিত হয়। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে প্রথমে ব্যাসেল-১ বাস্তবায়ন করা হয়। ব্যাসেল-১ বাস্তবায়নের পর ব্যাংকিং খাতের ঝুঁকি এড়াতে এবং আন্তজার্তিক মানের ব্যাংকিং ধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ব্যাসেল-২ বাস্তবায়ন শুরু হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১০ সালের ডিসেম্বর Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel II) জারি করে। এই গাইডলাইনটি প্রস্তুত করা হয়েছে Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) নীতিমালা অনুসারে।

ব্যাসেল-২ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোকে তার ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের অংশ হিসেবে ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত ৮ শতাংশ, ২০১০ সালের জুলাই থেকে ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ৯ শতাংশ এবং ২০১১ সালের জুলাই থেকে ১০ শতাংশ হারে ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে। উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ব্যাংকগুলোর ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে সংরক্ষিত অর্থ কোর ক্যাপিটাল তথা টিয়ার-১ এ ৫০ শতাংশ এবং সাপ্লিমেন্টারি ক্যাপিটাল তথা টিয়ার-২ তে ৫০ শতাংশ রাখতে হবে (Monwar 2011)

এছাড়া ব্যাসেল-২ আন্তজার্তিক ব্যাংকিং রীতিনীতি অনুযায়ী একটি ব্যাংকের মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ অথবা ৪০০ কোটি টাকার মধ্যে যেটি বেশি সেই পরিমাণ মূলধন রাখতে হয় (channelionline, May 26, 2019)। ব্যাসেল-২ অনুযায়ী ক্রেডিট ঝুঁকি এর সাথে অপারেশনাল ঝুঁকি এবং মার্কেট ঝুঁকি যোগ করে মোট যে ঝুঁকি হবে তার বিপরীতে ন্যূনতম মূলধন নির্ধারিত হবে। ধরে নেই, কোন একটি ব্যাংকের ক্রেডিট ঝুঁকি = ৮০০.০০ টাকা; অপারেশনাল ঝুঁকি = ১০০ টাকা এবং মার্কেট ঝুঁকি = ১০০ টাকা। মোট ঝুঁকি = ১০০০.০০ টাকা, সেই ব্যাংকের ন্যূনতম মূলধন হবে ১০% বা ১০০ টাকা; এই ১০০ টাকার মধ্যে ৫০ শতাংশ অবশ্যই কোর ক্যাপিটাল তথা টিয়ার-১ (Tier-1) থেকে এবং সাপ্লিমেন্টারি ক্যাপিটাল তথা টিয়ার-২ থেকে ৫০ শতাংশ রাখা যেত। ব্যাংকগুলোয় ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের ফলে ব্যাংকের মূলধন তথা টিয়ার-১ থেকে ৭০ শতাংশ এবং টিয়ার-২ থেকে ৩০ শতাংশ রাখতে হবে।

ব্যাসেল-২ এর পিলার

ব্যাসেল-২ এর মোট তিনটি পিলার বা স্তম্ভ রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো:

পিলার-১: Minimum Capital Requirement

ব্যাসেল-২ অনুযায়ী Credit Risk এর সাথে অপারেশনাল ঝুঁকি (Operation Risk) এবং মার্কেট ঝুঁকি (Market Risk) যোগ করে মোট যে Risk Weighted Asset হবে তার বিপরীতে ন্যূনতম মূলধন নির্ধারিত হবে।

পিলার-২: Supervisory Revenue Process

নিয়ন্ত্রক তদারকি তাদের কার্যক্রমে যে সমস্ত ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারে তার জন্য ব্যাংকগুলোর মূলধন পর্যাপ্ততার বিষয়টি বিবেচনা করে। ব্যাংকগুলো সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে কিনা এবং এ সম্পর্কিত সমস্ত ঝুঁকিকে কভার করে কিনা তা নিশ্চিত করে।

পিলার-৩: Market Discipline

বাজার শৃঙ্খলা হল ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সার্বভৌম এবং আর্থিক শিল্পের অন্যান্য বড় প্রতিযোগীর স্টেকহোল্ডারদের জন্য ঝুঁকির কথা বিবেচনা করে ব্যবসা পরিচালনা করা। বাজার শৃঙ্খলা একটি ব্যবসা বা সত্তার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলোর স্বচ্ছতা এবং প্রকাশের বাজার ভিত্তিক প্রচার। এটি বাজারের সুরক্ষা এবং সাবলীলতা বাড়াতে নিয়ন্ত্রক সিস্টেমগুলোর সাথে একযোগে কাজ করে। এটি জনগণকে ব্যাংকের ঝুঁকিপূর্ণ এক্সপোজারগুলো, অন্যদের মধ্যে ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে।

অপারেশনাল ঝুঁকি (Operational Risk)

ব্যাসেল-২ অনুযায়ী অপারেশনাল ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগ সংক্ষিপ্তাকারে আলোচনা করা হলো:

১.১ Internal & External fraud:

বড় বড় লুটপাটের ঘটনায় অর্থনীতি ও উন্নয়নের অন্যতম চালিকা শক্তি ব্যাংক খাতে অস্থিরতা বিদ্যমান। অনিয়ম দুর্নীতি, অব্যবস্থাপনা এবং নাম সর্বস্ব প্রতিষ্ঠানকে ঋণ/বিনিয়োগ দেওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ঋণ নিয়ে ফেরত না দেওয়াটা শুধু জালিয়াতি নয়, জামানতের দাম বেশি করে দেখানো কিংবা অনেক দিনের ডরমেন্ট বা বিদেশে অবস্থানরত নাগরিকদের হিসাব থেকে টাকা সরিয়ে ফেলাও জালিয়াতির অন্তর্ভুক্ত। এমনকি প্রযুক্তির সহায়তা নিয়েও অনেক জালিয়াতি হয়েছে বা হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্মকর্তাদের যোগসাজশে অর্থ আত্মসাৎ এর ঘটনা ঘঠে থাকে। অনেক সময় ভুয়া কাগজপত্র ও অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠানকে মোটা অঙ্কের ঋণ দেওয়াই এর প্রমাণ। এর সাথে অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত জালিয়াত চক্র জড়িত। ব্যাংক খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হলে জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ব্যাংক কর্মকর্তা ও পরিচালকদের সাজা নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ কেলেংকারি, বিসমিল্লাহ গ্রুপের জালিয়াতিসহ সব ধরনের জালিয়াতি কর্মকর্তাদের যোগসাজসে সংগঠিত হয়েছে, তা বিভিন্ন তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে। তাই অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত সকল প্রতারণা থেকে মুক্ত রাখার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

১.২ Legal Risk

সরকার এবং আর্থিক সংস্থাগুলো বিভিন্ন সময়ে ব্যবসায় সংক্রান্ত বিভিন্ন নতুন আইন প্রণয়ন করে, যা ব্যবসায়ে প্রায়ই ঝুঁকির সৃষ্টি করে। ব্যাংকের নতুন বিনিয়োগ ও মুনাফার হার নির্ধারণ, সরকারের বিভিন্ন ট্যাক্স, রাজস্ব সংক্রান্ত আইন, বাণিজ্যিক আইন ইত্যাদি যখন ব্যবসায়ের অনুকূলে না থাকে, তখন তা ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করে। ২০২০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক "ব্যাংক কোম্পানি আইন ১৯৯১ এর ৪৫ ধারায়" প্রদত্ত ক্ষমতা বলে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০, ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত সব ধরনের ঋণের উপর সুদ হার ৯ শতাংশ ও আমানত সুদের হার সর্বোচ্চ ৬ শতাংশ নির্ধারণ করে। সাময়িক সময়ের জন্য ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকি সৃষ্টি করেছিল। অনেক সময় রাজনৈতিক পটপরিবর্তন বা আইন/বিধান পরিবর্তন ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বড় ধরনের ঝুঁকির সৃষ্টি করে। আমদানি রপ্তানি ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এই ধরনের ঝুঁকির মাত্রা বেশি কারণ প্রতিটি দেশে যে কোন সময় এই ধরনের পরিবর্তন স্বাভাবিক। আইন সংক্রান্ত ঝুঁকি পরিহার করার জন্য ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের নমনীয় নীতিমালা থাকা উচিত। যাতে সরকার তার কোনও নীতি পরিবর্তন করলেই পরিবর্তনগুলো অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

১.৩ Losses, Labor & Health

একটি ব্যবসা সফল হওয়ার জন্য জনবল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখার প্রধান মাধ্যম হলো ব্যাংকিং খাত। বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতে ১,৯৩,৭২২ জন (৩১,৫৪৮ জন নারী) কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত (The Daily Star, Oct. 11, 2022)। তাই কর্মক্ষেত্রে তাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অন্যতম কাজ। আর এজন্য প্রয়োজন যোগ্য ও দক্ষ ব্যবস্থাপক, যারা ব্যাংকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা জনিত ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে টেকসই উন্নয়নে মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। কোভিড-১৯ এর প্রভাবে আর্থিক খাতে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব নয়। তাই উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব হলো তার কর্মীদের সঠিক পরিবেশ নিশ্চিত করা যাতে তাদের কোনও ধরনের স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি না হয়।

১.৪ Damage of Physical Assets

ভৌত সম্পদ হল অর্থনৈতিক, বাণিজ্যিক বা বিনিময় মূল্যের একটি আইটেম, যার কোন বস্তুগত অস্তিত্ব রয়েছে। ভৌত সম্পদগুলো বাস্তব সম্পদ হিসাবেও পরিচিত। ভৌত সম্পদের ক্ষতি হলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যান্য ঘটনা থেকে শুরু করে ফার্মের মালিকানাধীন বা পরিচালিত ভৌত সম্পদের ক্ষতি থেকে অপ্রত্যাশিত আর্থিক বা সুনামগত ক্ষতির ঝুঁকি। এটি ব্যাসেল-২ এর নিয়ন্ত্রক কাঠামোর দ্বারা স্বীকৃত ঝুঁকি। ধারাবাহিকতা, পরিকল্পনা, নিরাপত্তা পদ্ধতি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এই ধরনের ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে। বীমা পলিসি দ্বারাও ক্ষতি কমানো যায়।

২. মার্কেট ঝুঁকি (Operational Risk)

বাজার ঝুঁকি হল বাজারের কারণগুলোর পরিবর্তনের কারণে বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস হওয়ার ঝুঁকি। এটিকে কখনও কখনও নিয়মিত ঝুঁকি বলা হয়। বাজার ঝুঁকির উৎসগুলোর মধ্যে অন্যতম ঝুঁকি হলো মুনাফা হারের পরিবর্তন, ইক্যুইটি পজিশন ঝুঁকি, বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ঝুঁকি ও কমোডিটি ঝুঁকি।

২.১ Profit/Interest Rate Risk

মুনাফাহার ঝুঁকি হলো সেই ঝুঁকি যেখানে বাজারের মুনাফা হারের পরিবর্তনে ব্যাংকের আর্থিক অবস্থাকে বিরূপভাবে প্রভাবিত করতে পারে। মুনাফা হারের পরিবর্তনগুলো বর্তমান আয় (উপার্জনের দৃষ্টিকোণ) পাশাপাশি ব্যাংকের নেট মূল্য (অর্থনৈতিক মূল্যের দৃষ্টিকোণ) উভয়কেই প্রভাবিত করে। তাই মুনাফার হার বৃদ্ধি বা হ্রাস থেকে যে ঝুঁকি আসে তাকে মুনাফাহার ঝুঁকি বলে। সুদহার ঝুঁকি ব্যাংকের মৌলিক ঝুঁকিগুলোর মধ্যে অন্যতম। মুনাফাহার ঝুঁকির ক্ষেত্রে ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপকরা প্রথমে মুনাফাহার ঝুঁকি পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। নানা উপায়ে সুদ হার ঝুঁকি পরিমাপের পরে তারা উপযুক্ত পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ইন্টারেষ্ট রেট রিস্ক বা মুনাফাহার ঝুঁকি কমানোর ব্যবস্থা করেন। বাণিজ্যিক ব্যাংক মুনাফাহার ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রধান যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে তা হলো নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন বা স্প্রেড। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর মুনাফা আয় হার এবং মুনাফা ব্যয় হারের পার্থক্যকে অর্থনীতির পরিভাষায় নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন বা স্প্রেড বলে। নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন একই সঙ্গে ব্যাংকের কর্মদক্ষতা ও লাভজনকতার পরিমাপক। নেট ইন্টারেষ্ট মার্জিন যখন কর্মদক্ষতা নির্দেশক; ধরে নেয়া হয়, যেই ব্যাংকের নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন যত কম, সেই ব্যাংক তত বেশি কর্মদক্ষ। অন্যদিকে লাভজনকতার দৃষ্টিকোণ থেকে ঠিক উল্টো ধারণা দেয়, যে ব্যাংকের নেট ইন্টারেস্ট মার্জিন বেশি, সেই ব্যাংক তত বেশি লাভজনক। এক্ষেত্রে কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের কর্মদক্ষতা না লাভজনকতা এ দুটির কোনটিকে তাদের ব্যাংক ব্যবসার উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করবে তার ওপর নির্ভর করে।

২.২ Equity Position Risk

ইক্যুইটি পজিশন ঝুঁকি হল ইক্যুইটিতে অবস্থান বা অবস্থান নেওয়ার ঝুঁকি কভার করার জন্য একটি ন্যূনতম মূলধনের মান নির্ধারণ করে। এটি ইক্যুইটিগুলোর মতো বাজারের আচরণ প্রদর্শন করে এমন সমস্ত উপকরণের দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তবে অ-পরিবর্তনযোগ্য অগ্রাধিকার শেয়ারগুলোর জন্য নয়।

২.৩ Foreign Exchange Risk

বৈদেশিক বিনিময় ঝুঁকি সেই ঝুঁকিকে বোঝায় যে ব্যবসার আর্থিক কর্মক্ষমতা বা আর্থিক অবস্থান মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হারের পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হবে। তিন ধরনের বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে লেনদেনের ঝুঁকি, অর্থনৈতিক ঝুঁকি এবং অনুবাদ ঝুঁকি। বৈদেশিক মুদ্রার ঝুঁকি বেস কারেন্সির মূল্যায়ন/অবমূল্যায়ন. বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যায়ন/অবমূল্যায়ন, বা দুটির সংমিশ্রণের কারণে হতে পারে। নিম্নে উক্ত তিন ধরনের ঝুঁকি সম্পকে আলোকপাত করা হলোঃ

ক. লেনদেনের ঝুঁকি (Transaction Risk)

লেনদেনের ঝুঁকি হল এখতিয়ারের মধ্যে আর্থিক লেনদেন করার সময় একটি কোম্পানির সম্মুখীন হওয়া ঝুঁকি। ঝুঁকি হল লেনদেন নিষ্পত্তির আগে বিনিময় হাওে পরিবর্তন। মূলত, লেনদেন এবং নিষ্পত্তির মধ্যে সময় বিলম্ব লেনদেনের ঝুঁকির উৎস। ফরোয়ার্ড চুক্তি এবং বিকল্পগুলো ব্যবহার করে লেনদেনের ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

থ. অর্থনৈতিক ঝুঁকি (Economic Risk)

অর্থনৈতিক কারণে সৃষ্ট ঝুঁকিকেই অর্থনৈতিক ঝুঁকি বলে। প্রাকৃতিক ঝুঁকি ও কারিগরি ঝুঁকি না থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে। এ সকল ঝুঁকি উৎস হিসেবে বলা যেতে পারে ভোক্তার রুচি ও অভ্যাসের পরিবর্তন, কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক মন্দা।

গ. অনুবাদ ঝুঁকি (Translation Risk)

অনুবাদ ঝুঁকি, যা অনুবাদের এক্সপোজার (exposure) নামেও পরিচিত, একটি কোম্পানির মুখোমুখী ঝুঁকিকে বোঝায় যেখানে দেশীয়ভাবে প্রধান কার্যালয় রয়েছে কিন্তু একটি বিদেশী এখতিয়ারে (jurisdiction) ব্যবসা পরিচালনা করছে এবং যার মধ্যে কোম্পানির আর্থিক কর্মক্ষমতা তার দেশীয় মুদ্রায় চিহ্নিত করা হয়।

২.৪ Commodity Risk

পণ্য ঝুঁকি বলতে ভবিষ্যতের বাজার মূল্যের অনিশ্চয়তা এবং ভবিষ্যতের আয়ের আকার বোঝায়, যা সংগঠিত হয় পণ্যের দামের ওঠানামার কারণে। প্রচলিত ব্যাংকগুলো টাকাকে পণ্য হিসাবে গণ্য করে। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকগুলো টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালা

ব্যাসেল-২ এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর যে ন্যূনতম মূলধন বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তা আর্থিক সুর্যোগ কিংবা পতনোন্মুখ ব্যাংকের আপৎকালীন ক্ষতি সামাল দেয়ার জন্য পর্যাপ্ত নয়। এই উপলব্ধি থেকে ব্যাসেল-৩ এর আয়োজন। বিশ্বব্যাপী ব্যাংকিং সিস্টেমকে অধিকতর নিরাপদ রাখতে, ব্যাসেল কমিটি, ব্যাসেল-২ কে মডিফাই করে যে নির্দেশনা প্রদান করেছে তাকে ব্যাসেল-৩ বলা হয়। ব্যাংকিং খাত, অর্থনৈতিক এবং আর্থিক যে কোন ধরনের চাপ হতে উদ্ভূত ধাক্কা সহ্য করার ক্ষমতাকে আরো বেশি শক্তিশালী করার জন্য ব্যাসেল-৩ এর যাত্রা শুরু হয়। লেহম্যান বাদ্রার্স ১৮৫০ সালে জার্মানিতে লেহম্যান ভাইদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ ১৫৮ বছর ব্যবসায়িক অভিজ্ঞতার আলোকে মার্কিন মুল্লুকে ব্যাংকিং সেক্টরে রেটিংয়ে চতুর্থ স্থান দখলকারী লেহম্যান বাদ্রার্স ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকটি ৬০ হাজার কোটি ডলার ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে এবং সাব-প্রাইম কেলেঙ্কারীর দায়-ভার নিয়ে ২০০৮ সালের ১৫ মার্চ নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করার জন্য আবেদন করে। একই বছর ছয় মাস পর সেপ্টেম্বর মাসে দেউলিয়া ঘোষণা করা হয় (periodical finance 2023)। সারা দুনিয়ায় শুরু হয় তোলপার আর দেখা দেয় অর্থনৈতিক মন্দা। ব্যাংকিং জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করা এবং সুনামি হয়ে আসা একটা ইভেন্ট হলো সাব-প্রাইম মর্টগেজ

ক্রাইসিস। ব্যাসেল কমিটি সেই অর্থনৈতিক মন্দার কারণগুলো বিবেচনায় নিয়ে ভবিষ্যতে যাতে এ ধরণের পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেই লক্ষ্যে ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করার জন্য ব্যাসেল তৃতীয় মডেল (ব্যাসেল-৩) নীতিমালা প্রণয়নের দিকে ধাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে ২০১০ সালের নভেম্বর মাসে ব্যাসেল কমিটি 'ব্যাসেল-৩ মডেল' প্রকাশ করে। এই মডেলের লক্ষ্য হলো অর্থনৈতিক তথা আর্থিক ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার জন্য ব্যাংকগুলোর কর্মক্ষমতা ও স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করা এবং আর্থিক চাপ থেকে ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করার জন্য মূলধন কাঠামো উন্নত করা।

ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নে রোডম্যাপ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিআরপিডি সার্কুলার নং-১৮ তারিখঃ ২১-১২-২০১৪ "Guidelines on Risk Based Capital Adequacy (Revised Regulatory Capital Framework for banks in line with Basel III" জারি করে। এটি ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততা নিরূপণ সংক্রান্ত গাইডলাইন। গাইডলাইন্সের ৪ নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে দেশের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা রক্ষার্থে এবং ব্যাংকের মূলধন ও দায়ের মধ্যে যথাযথ ভারসাম্য রক্ষার্থে ব্যাসেল-৩ কাঠামোর আলোকে ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার পাশাপাশি তফসিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে ২০১৫ সাল হতে ন্যূনতম শতকরা ৩ শতাংশ লিভারেজ অনুপাত সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ব্যাসেল-৩ দলিলের আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হচ্ছে, ন্যূনতম পুঁজির অতিরিক্ত পুঁজি সংরক্ষণ ভাণ্ডার (ক্যাপিটাল কনজার্ভেশন বাফার), যা দিয়ে সংকটের সময় পুঁজি ঘাটতির পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া যায়। এই বাফার সৃষ্টি করতে হবে ব্যাংকগুলোর নিজস্ব উৎস থেকে, যথা বিতরণযোগ্য লভ্যাংশ, নিজস্ব শেয়ার পুনঃক্রয়, কর্মচারীদের বোনাস ইত্যাদি। অন্য উৎস থেকে পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব হলে, সেটা দিয়েও এই বাড়তি বাফার সৃষ্টি করা সম্ভব। ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে শূন্য দশমিক ৬২৫, ২০১৭ সালে ১ দশমিক ২৫, ২০১৮ সালে ১ দশমিক ৮৭৫ ও ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে ২ দশমিক ৫ শতাংশ হারে এই বাড়তি পুঁজি সংরক্ষণ করতে হবে। কোনো ব্যাংক যদি সব কটি খাতে ন্যূনতম মূলধন বজায় রেখেও উপরিউক্ত হারে বাফার রাখতে না পারে, সেই ব্যাংক কোনো নগদ লভ্যাংশ, কিংবা বোনাস দিতে পারবে না। তবে কেবল বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি নিয়ে বোনাস শেয়ার ইস্যু করতে পারবে। এভাবে বিভিন্ন খাতে ন্যূনতম মূলধন এবং সংস্থান বজায় রেখে ২০১৬ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত মূলধন পর্যাপ্ততার হার হবে যথাক্রমে ১০ দশমিক ৬২৫, ১১ দশমিক ৮৭৫ ও ১২ দশমিক ৫০ শতাংশ (Moin Uddin 2017, N.P)।

ব্যাসেল-৩ এর উদ্দেশ্য

একটি দেশের ব্যাংকগুলোর অনৈতিক কর্মকাণ্ডই সেদেশের অর্থনীতিকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। বিশ্বে যতগুলো অর্থনৈতিক মন্দা সংগঠিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে ব্যাংকগুলোর অনৈতিক কর্মকান্ড। এর মাধ্যমে শুধু একটি প্রতিষ্ঠানই নয়, একটি জাতি ও সমাজ বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে। ২০০৭-০৮ সালে বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দার জন্য মূলত ব্যাংকগুলোর দুর্বল নীতিই দায়ী। ব্যাংকগুলোর এ সকল দুর্বলতা

দূর করার উদ্দেশ্যে ব্যাসেল কমিটি বিভিন্ন অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবেলায় একাধিক ব্যাসেল মডেল জারি করে। তারই ধারাবাহিকতায় ব্যাসেল-৩ প্রণয়ন করা হয়। ব্যাসেল-৩ এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আমানতকারীগণ কর্তৃক জমাকৃত ডিপোজিট ও মালিকের মূলধনের পর্যাপ্ততা এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, ব্যাংকগুলোকে অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করে বিনিয়োগ করা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে ঝুঁকি ভিত্তিক পুঁজির মানদণ্ড নিশ্চিত করা, স্বল্পমেয়াদি তহবিলের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা এবং সার্বিক আর্থিক চিত্র কার্যকরভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা। ব্যাসেল-৩ এর সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যেসমূহ হল ব্যাসেল-২ এ উল্লেখিত ৩টি পিলার এর সাথে ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি, উচ্চমানের তরল সম্পদ সংরক্ষণ এবং কাঙ্ক্ষিত লিভারেজ অনুপাত সংরক্ষণের মাধ্যমে ব্যাংকের প্রয়োজনীয় মূলধন স্থিতি বজায় রাখা।

ব্যাসেল-৩ এর মানদণ্ড

ব্যাসেল-৩ হলো ব্যাসেল কমিটি কর্তৃক প্রণীত আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং নিয়মের একটি সেট যা আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং সিস্টেমের স্থিতিশীলতায় সহায়তা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। ব্যাসেল-২ এর তিনটি পিলার যথা, পিলার-১ মিনিমাম ক্যাপিটাল রিকয়ারমেন্ট, পিলার-২ সুপারভাইজরি রিভিউ প্রসেস, পিলার-৩ মার্কেট ডিসিপ্লিন। ব্যাংকের ঝুঁকি মোকাবেলায় কি পরিমাণ মূলধন দরকার তা পিলার-১ এর আওতায় নির্ধারণ করা হয়। চিহ্নিত ঝুঁকি মোকাবিলায় ব্যাংকের মূলধন যথাযথভাবে সংরক্ষণ হয়েছে কিনা তা পিলার-২ এর আওতায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক দুটি উপাদানের মাধ্যমে রিভিউ করবে। উপাদান দুটি হল: (এক) অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন এবং মূলধন পর্যাপ্ততার ব্যবস্থাপনা, (দুই) অভ্যন্তরীণ মূলধন মূল্যায়নের তত্ত্বাবধায়ক পর্যালোচনা এবং ঝুঁকির দৃঢ়তা ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া, সিস্টেম এবং নিয়ন্ত্রণ। সুপারভাইজরি পর্যালোচনায় চারটি মূলনীতি চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হলো - ১. ঝুঁকির সাথে সম্পর্কিত মূলধনের পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন, ২. অভ্যন্তরীণ মূলধন পর্যাপ্ততা মূল্যায়ন, কৌশল ও নিরীক্ষণ নিশ্চিত করা, ৩. ন্যূনতম নিয়ন্ত্রক মূলধন অনুপাত বজায় রাখা এবং ৪. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মূলধনের কাম্য স্তর বজায় রাখা। পিলার-৩ এর আওতায় ব্যাংকগুলো তাদের ঝুঁকি মোকাবিলায় মূলধনের ভিত্তি বাড়ানোসহ যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে সেগুলো জনগণকে জানানোর ব্যবস্থা করবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২০১১ সালের ডিসেম্বরে "Capital Adequacy and Market Discipline for Financial Institutons" জারি করে। বাংলাদেশ ব্যাংক মার্কেট ডিসিপ্লিনের যে নীতিমালা করেছে সেটা বাস্তবায়িত হলে ব্যাংকগুলোর প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে জানা যাবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আরও বাড়বে। ব্যাসেল-৩ এর আওতায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের আর্থিক ভিত্তির ৩৫ ধরনের তথ্য নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। প্রতি ত্রৈমাসিক, অর্ধবার্ষিক ও বাৎসরিক ভিত্তিতে এসব তথ্য প্রকাশ করতে হবে। এর মধ্যে আর্থিক অবস্থা, ঝুঁকি মোকাবিলার সক্ষমতা, মূলধন, ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদ, খেলাপি ঋণ, রাইট অফ, রাইট অফ লোন রিকোভারি, মার্কেট রিস্ক, ক্রেডিট রিস্ক, অপারেশন রিস্ক, লাভ-ক্ষতি, আমানতকারীর সংখ্যা, আমানতের

পরিমাণ, শেয়ারহোল্ডারের সংখ্যা, শেয়ারের পরিমাণ, ঋণ গ্রহীতা, ঋণের পরিমাণ ও ব্যাংকের আয়-ব্যয়ের তথ্য থাকবে। ফলে আমানতকারীরা ব্যাংক সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবেন এবং তারা প্রকৃত ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত হয়ে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ব্যাসেল-২ এর তিনটি পিলারের সাথে ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ বৃদ্ধি, লিভারেজ অনুপাত ও তরলতা সম্পর্কে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে ব্যাসেল কমিটি।

ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের যেকোনো ব্যাংকের মূলধনের পরিমাপক হলো মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (সিএআর)। এ অনুপাতকে আমানতকারীদের সুরক্ষা, ব্যাংকের স্থিতিশীলতা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে ব্যাংকের সিএআর যত বেশি, অর্থনৈতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় সে ব্যাংকের সক্ষমতা ততটাই শক্তিশালী (bonikbarta, Aug. 20, 2020)। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং সেক্টরকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ব্যাসেল-৩ এর জন্য নতুন ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তা মান নির্ধারণ করে। সেই হিসেবে ব্যাসেল-৩ তে, ব্যাসেল-২ এর চেয়ে ২.৫ শতাংশ মূলধন বেশি রাখতে হয়, অর্থাৎ Minimum Capital Requirement হবে ১২.৫ শতাংশ। এই ২.৫ শতাংশ বেশি মূলধনকে বলা হয় Capital Conservation Buffer, যদি এ মূলধন সংরক্ষণ করতে কোন ব্যাংক ব্যর্থ হয় তাহলে সে বছর ব্যাংকটি কোন ধরনের Dividend দিতে পারবে না (channelionline, May 26, 2019)। ব্যাসেল-৩ তে, Non-cumulative Irredeemable Preference Share কে Capital থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। Revaluation Reserve কে পর্যায়ক্রমে মূলধন থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। Revaluation করা হয় Asset, Security & Equity Instrument। যেমন ১০০ কোটি টাকা দিয়ে কেনা বিল্ডিং এর বাজার মূল্য ১২০ কোটি টাকা ধরে অতিরিক্ত ২০ কোটি টাকার ৫০ শতাংশ বা ১০ কোটি টাকাকে Capital হিসেবে গণ্য করা যেত কিন্তু ব্যাসেল-৩ তে এ Revaluation Reserve কে প্রত্যেক বছর ২০% (২ কোটি) করে কমাতে হবে এবং ২০১৯ সালের ডিসেম্বর এ কোন Revaluation Reserve কে Capital হিসাবে রাখা যাবে না (Banking news bd, Jul. 4, 2018)।

লিভারেজ অনুপাত (Leverage Ratio)

ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন হলেও বাংলাদেশের ব্যাংক সমূহের ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার ন্যায় ব্যাংকের লিভারেজ অনুপাত তুলনামূলকভাবে কাম্যস্তরে পৌঁছাতে পারেনি। লিভারেজ অনুপাত কাঙ্খিত মাত্রায় উন্নীতকরণের মাধ্যমে তফশীলি ব্যাংকসমূহের বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানি ব্যয় (এলসি চার্জ) হ্রাস পাবে, আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা এবং গুণগত মূলধন বৃদ্ধি পাবে, যার ফলে অপ্রত্যাশিত ক্ষতির (Unexpected Loss) বিপরীতে ঝুঁকি সহনশীলতা বৃদ্ধি পাবে। লিভারেজ রেশিও নামে আলাদাভাবে একটি অংশ মূলধন রাখতে হয়। Banks for International Settlement (BIS) প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি হ্রাস করার লক্ষ্যে প্রথমে লিভারেজ অনুপাত [১]

১. ব্যাসেল-৩ কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের মোট টিয়ার-১ মূলধন ও মোট সম্পদের অনুপাতকে লিভারেজ অনুপাত বলা হয়।

ন্যূনতম ৩ শতাংশ নির্ধারণ করেছিল যা ব্যাসেল-৩ এর সুপারিশমালায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এটি ছিল ঝুঁকিভিত্তিক মূলধন প্রয়োজনীয়তার ব্যাকড্রপ হিসাবে পরিবেশন করা। সাধারণভাবে, ব্যাংকগুলোকে ৩ শতাংশের বেশি লিভারেজ অনুপাত সংরক্ষণ করতে হয়। এটি মোট একীভূত ব্যাংক সম্পদের দ্বারা টিয়ার-১ মূলধনকে বিভাজন করে গণনা করা হয়। ব্যাসেল-৩ কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের মোট টায়ার-১ মূলধন ও মোট সম্পদের অনুপাতকে লিভারেজ অনুপাত বলা হয়। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার সাথে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে ব্যাংকগুলোকে লিভারেজ অনুপাত ৩ শতাংশ এর সাথে ২০২৩ সাল হতে বাৎসরিক ০.২৫ শতাংশ হারে ২০২৬ সালে মধ্যে ৪ বছরে ১ শতাংশ বৃদ্ধি করতে হবে। অতএব, মোট লিভারেজ অনুপাত ৪ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাসেল-৩ কাঠামো অনুযায়ী ব্যাংকের মোট টিয়ার-১ মূলধন ও মোট সম্পদের অনুপাতকে লিভারেজ অনুপাত বলা হয়।

ব্যাংকের তারল্য দক্ষতা

ব্যাংক মালিক পক্ষের মূলধন ও আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থ নিয়ে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই টাকা ব্যাংক আবার বিভিন্ন মেয়াদে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। যেহেতু বিনিয়োগকৃত টাকা চাহিবামাত্র ফেরত পাওয়ার কোন সুযোগ নেই, সেহেতু ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে আমানতকারীদের টাকা চাহিবামাত্র ফেরত দেওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় তারল্য বজায় রাখতে হয় । এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য ব্যাসেল কমিটি, ব্যাসেল-৩ তে তারল্যতার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় নিয়ে ব্যাসেল আদর্শে অন্তর্ভুক্ত করেছে। স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি তারল্য ঝুঁকি বিবেচনায় মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত বজায় রাখতে হয়। ব্যাসেল-৩ এ আমানতকারীদের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমানতকারীদের অর্থের সুরক্ষা ও ব্যাংকগুলোর বিনিয়োগ ঝুঁকিমুক্ত রাখতে ব্যাসেল-৩ এর আওতায় প্রয়োজনীয় মূলধনের অতিরিক্ত বাফার মূলধন সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। তারল্য কভারেজ অনুপাত (এলসিআর) বলতে আর্থিক প্রতিষ্ঠান তার স্বল্পমেয়াদী বাধ্যবাধকতা পূরণের জন্য তাদের চলমান সক্ষমতা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকা উচ্চ তরল সম্পদের অনুপাতকে বোঝায়। ব্যাসেল-৩ সংকটের সময় ব্যাংকগুলোর তারল্য সমুন্নত রাখার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে তারল্য সুরক্ষা অনুপাত (Liquidity Coverage Ratio) যা এক মাস ধরে চলা সংকট উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় তারল্য সংরক্ষণ করে এবং নিট স্থিতিশীল তহবিল অনুপাত (Net Stable Funding Ratio) যা এক বছরের তারল্য সংকট মেটানোর ব্যবস্থা করে । এটি এমনই এক ব্যবস্থা যার মাধ্যমে ব্যাংকগুলো আর্থিক সংকটের সময় নিজস্ব মূলধন দিয়েই মোকাবেলার চেষ্টা করে। এই সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যাসেল-২ তে ন্যূনতম মূলধন প্রাচুর্যের অনুপাত এর কথা বলা হয়েছে কিন্তু ব্যাসেল-৩ তে ন্যূনতম মূলধন প্রাচুর্যের অনুপাত এর পাশাপাশি লিভারেজ অনুপাত সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং ব্যাসেল-৩ এর দুটি Standard তা হলো- Capital Standard এবং Liquidity Standard.

ব্যাসেল ১, ২ ও ৩ এর মধ্যে পার্থক্য

ব্যাংকিং সুপারভিশন সম্পর্কিত ব্যাসেল কমিটি ব্যাংকের সমন্বিত ঝুঁকির বিপরীতে রক্ষিতব্য ঝুঁকিরোধক মূলধন কতটুকু হবে তা নিরূপণের জন্য একটি কাঠামো প্রকাশ করেছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ব্যাংক জানুয়ারি, ২০১০ হতে ব্যাংকগুলোর জন্য ঝুঁকি ভিত্তিক মূলধন পর্যাপ্ততার (Risk Based Capital Adequacy-RBCA) কাঠামো প্রবর্তন করেছে। পর্যাপ্ত মূলধন বলতে সকল প্রকার ব্যবসায়িক ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ মূলধনকে বোঝানো হয়েছে। ব্যাসেল-২ এবং ব্যাসেল-৩ এর মধ্যে মূল পার্থক্য হল যে ব্যাসেল-২ ফ্রেমওয়ার্কের তুলনায়, ব্যাসেল-৩ ফ্রেমওয়ার্ক সাধারণ ইক্যুইটি, মূলধন বাফার তৈরি, লিভারেজ রেশিও প্রবর্তন, লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও (এলসিআর) এবং নেট স্ট্যাবল ফান্ডিং রেশিও (এনএসএফআর) প্রবর্তন করে। বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরে ব্যাসেল ১,২ও ৩ বাস্তবায়ন ও এর তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হলো।

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	ব্যাসেল-১	ব্যাসেল-২	ব্যাসেল-৩
০১	BCBS কর্তৃক ব্যাসেল প্রবর্তন	১৯৮৮	২০০৪	২০০৯
০২	বাংলাদেশে এর বাস্তবায়ন	-	২০১০	২০১৫
০৩	ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্তার হার	৮ শতাংশ	১০ শতাংশ	১০ শতাংশ
০৪	টিয়ার-১ মূলধন	৪ শতাংশ	৪ শতাংশ	৬ শতাংশ
০৫	টিয়ার-২ মূলধন	৪ শতাংশ	৪ শতাংশ	৪ শতাংশ
০৬	কমন ইক্যুইটি টিয়ার-১ মূলধন, মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের	None	২%	৪.৫০%
০৭	পিলার	পিলার-১: ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তা	পিলার-১: ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তা পিলার-২:সুপারভাইজরি রিভিউ প্রসেস পিলার-৩: মার্কেট ডিসিপ্লিন এবং ডিসক্লোজার	পিলার-১: ন্যূনতম মূলধন প্রয়োজনীয়তা পিলার-২:সুপারভাইজরি রিভিউ প্রসেস পিলার-৩: মার্কেট ডিসিপ্লিন এবং ডিসক্লোজার
০৮	ঝুঁকি	ক্রেডিট ঝুঁকি	ক্রেডিট ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং পরিচালন ঝুঁকি	ক্রেডিট ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি এবং পরিচালন ঝুঁকি
০৯	ক্যাপিটাল কনজারভেশন বাফার সংরক্ষণ	None	None	CCB ২.৫০ শতাংশ
১০	লিভারেজ রেশিও	None	None	২০১৫ সাল হতে লিভারেজ রেশিও প্রবর্তন করা হয়। ব্যাংকগুলোর জন্য এর সর্বনিম্ন হার শতকরা ৩ ভাগ।

ইসলামী ব্যাংকগুলোতে ব্যাসেল ৩ পরিপালন

প্রচলিত ধারার ব্যাংকিং ব্যবস্থার দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ইসলামী শরীয়াহ্ মোতাবেক আর্থিক কার্যাবলী সম্পাদনের লক্ষ্যে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব। জনগণের আমানতসমূহ প্রচলিত ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল, অনুৎপাদনশীল এবং মানুষের ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণের জন্য নগদ অর্থের সহায়তা করতে কোনো আইনগত বাধা নেই। অপরদিকে ইসলামি ব্যাংকগুলো জনগণের আমানতসমূহ শরীয়াহ্ বর্হিভূত ও অনুপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করতে পারে না। সুতরাং ব্যাংকিং কার্যাবলীর বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে ইসলামী ব্যাংকিং তুলনামূলক কম ঝুঁকি সম্পন্ন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাংকিং ক্ষেত্রে অনিয়ম, দুর্নীতি, গ্রাহকের স্বার্থ সংরক্ষণসহ সবধরনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থা (Bank for International Settlements) ব্যাসেল কমিটি নীতিমালা জারি করে। এই নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য হলো আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় টেকসই ব্যাংকিং কাঠামো গড়ে তোলা। ইসলামি ব্যাংকিং কাঠামো এমন এক ধরনের আর্থিক কাঠামো যা অনুসরণ করলে আর্থিক মন্দার করাল গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। পর্যালোচনায় দেখা গেছে, অতি আর্থিক মন্দার সময়ও ইসলামী ব্যাংকগুলোর তেমন কোনো আর্থিক ক্ষতির মুখোমুখি হতে হয়নি। সেই প্রেক্ষাপটে আর্থিক মন্দার সময় বিশ্বের ব্যাংকগুলোকে সুরক্ষিত রাখতে ১৯৭৪ সালে ব্যাসেল কমিটি গঠিত হয়। সুতরাং আর্থিক মন্দা মোকাবেলায় ব্যাংকগুলোকে রক্ষায় ব্যাসেল কমিটি যে নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, সেই কথা ইসলামী ব্যাংকিংয়ের কর্মকৌশল ও প্রয়োগ পদ্ধতি এবং ব্যাংকিং কাঠামো আগেই বলে দিয়েছে। আমরা যদি পুরোপুরিভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামো অনুসরণ করতে পারি তাহলে গ্রাহক তথা ব্যাংকিং সেক্টরের সকল দিক সংরক্ষিত থাকবে, এবং আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ব্যাসেল ৩ পরিপালন এবং ইসলামী ব্যাংকিংয়ে শরীয়াহ্ পরিপালনের মধ্যে সম্পর্ক

ব্যাসেল চুক্তির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যাংকের মূলধনের গুণগতমান এবং ধারাবাহিকতা বজায় রাখা, অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণ করে বিনিয়োগ করা থেকে ব্যাংকগুলোকে বিরত রাখার জন্য ঝুঁকিভিত্তিক মূলধনের কাম্যস্তর বজায় রাখা, স্বল্পমেয়াদি তহবিলের ওপর ব্যাংকগুলোর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা এবং ব্যাংকগুলোর আর্থিক তথ্য-উপাত্ত প্রকাশের ব্যবস্থা করা। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জনগণের আমানতসমূহ শরীয়াহ্ সম্মত খাতে বিনিয়োগ করে কল্যাণমুখী সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে সমাজ থেকে আর্থিক বৈষম্য দূর করে আর্থ-সামাজিক কল্যাণ সাধন করা। সেই হিসেবে ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আরো বেগবান বা শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যাসেল চুক্তিসমূহের পরিপালন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, ইসলামী ব্যাংকগুলোর শরীয়াহ্ পরিপালনের ক্ষেত্রে ব্যাসেল-৩ এর নীতিমালাসমূহ সহায়ক।

উপসংহার

ব্যাংক ও এর আমানতকারীদের সুরক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর সংগঠন Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ১৯৭৪ সাল থেকে কাজ করে আসছে। দেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে এবং ব্যাংকগুলোর ক্যাপিটাল যাতে যে কোন ধরনের ঝুঁকি মোকাবেলা করতে পারে সে উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ১৯৯৬ সালে ব্যাসেল-১, ২০১০ সালের ১ জানুয়ারি হতে ব্যাসেল-২ এবং ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি হতে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা বাস্তবায়ন শুরু হয়। ব্যাসেল আদর্শগুলোর মূল উদ্দেশ্য হলো ব্যাংকগুলোর আমানতকারীর মূলধন সংরক্ষণের মাধ্যমে গ্রাহকের আস্থা বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব থেকে ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করা। ব্যাংকের কাজ হলো বিনিয়োগের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা। বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগকৃত অর্থ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, যার ফলে গ্রাহকের আমানতকৃত অর্থ যথাসময়ে ফেরত পাওয়ার অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। অনিশ্চয়তা দূর করার জন্য ন্যূনতম মূলধন সংরক্ষণ প্রয়োজন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক মন্দার কবল থেকে ব্যাংকগুলোকে রক্ষা করার জন্য ব্যাসেল মডেল পরিপালন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ব্যাংকগুলোর জন্য। ব্যাংকিং কার্যাবলীর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো কম ঝুঁকিপূর্ণ তা তাদের কার্যক্রম থেকে বোঝা যায়।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য প্রয়োজন উৎপাদনশীল শিল্পের প্রসার। ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা হিসেবে প্রচলিত ব্যাংকগুলো উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীল যে কোন খাতে ঋণ হিসেবে টাকাকে পণ্য গণ্য করে বিনিয়োগ করে থাকে। যার ফলে ঋণের সম্পূর্ণ টাকা ব্যবসায়িক খাতে ব্যবহার নাও হতে পারে। ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠানের কাম্য মুনাফা অর্জিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। জাতীয় অর্থনীতিতে যার ফলে প্রবৃদ্ধি কমে যায়। অপরদিকে ইসলামী ব্যাংকগুলো ব্যাংকিং কার্যক্রমের ধারা হিসেবে উৎপাদনশীল ও অনুৎপাদনশীলসহ যে কোন শরীয়াহ্সম্মত পণ্য বা সেবা প্রদানের নিমিত্তে টাকাকে পণ্য হিসেবে গণ্য না করে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। যার ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবৃদ্ধি অর্জনে ভূমিকা রাখে। ব্যাসেল কমিটি ব্যাংকিং সুরক্ষায় যে সকল নীতিমালা প্রণয়ন করে থাকে, সে সকল নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য প্রচলিত ব্যাংকের তুলনায় ইসলামী ব্যাংক তুলনামূলকভাবে বেশি অগ্রগামী। কারণ যে সকল উপাদান অর্থনৈতিক মন্দার জন্য দায়ী, সেসকল উপাদান পরিহার করা ইসলামী ব্যাংকের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ব্যাসেল-৩ এ আমানতকারীদের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমানতকারীদের ডিপোজিট হিসাবের সুরক্ষা ও বিনিয়োগের ফলে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাস করতে ব্যাসেল-৩ এর আওতায় প্রয়োজনীয় মূলধনের অতিরিক্ত বাফার মূলধন সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা জারি করা হয়েছে। তাছাড়া মূলধন ভিত্তিসহ সব ধরনের তথ্য আমানতকারীদের জানানোও ব্যাসেল-৩ এর অন্যতম লক্ষ্য।

প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থনীতির প্রায় সকল বিষয় ব্যাংকিং খাতের সুশাসনের উপর নির্ভর করে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান দায়িত্ব হলো জনগণের আমানত রক্ষার্থে প্রয়োজনীয় ঝুঁকি মোকাবেলা করার জন্য উপযুক্ত গাইড লাইন প্রণয়নের মাধ্যমে দেশের ব্যাংকিং কাঠামো শক্তিশালী করা। যে দেশের আইনি কাঠামো যত মজবুত সেদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো তত শক্তিশালী। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আইনি কাঠামোর পাশাপাশি নৈতিক গুণাবলীর ভিত্তিতে গড়ে তুলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রদক্ষেপ নিতে হবে। অর্থনৈতিক মন্দার হাত থেকে ব্যাংকিং খাতকে রক্ষার্থে ব্যাসেল কমিটি প্রয়োজনীয় নীতিমালা জারি করে থাকে। সেই নীতিমালা যথাযথভাবে পরিপালনের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে গাইডলাইন জারি করতে হবে। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বতন্ত্র ইসলামী ব্যাংকিং বিভাগ যুগোপযোগী করতে হবে। অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাব থেকে ব্যাংকিং খাতকে রক্ষা করার জন্য খেলাপী ঋণের পরিমাণ হ্রাস করার লক্ষ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

ব্যাসেল মডেলগুলো বাস্তবায়নের জন্য যেসকল নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, তা বাস্তবায়নে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনুকূল অবস্থায় আছে। সুতরাং সঠিকভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামো বাস্তবায়ন করা হলে মূলধনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং বিনিয়োগ থেকে সৃষ্ট ঝুঁকি হ্রাস পাবে এবং বিনিয়োগসহ সব ধরনের ঝুঁকির পরিমাণ শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টরকে যে কোন ধরনের আর্থিক ঝুঁকি থেকে রক্ষার্থে ডিজিটাল আধুনিক যুগে ব্যাংকিং খাতকে ইসলামী শরীয়াহ্‌র আলোকে গড়ে তুলা সময়ের দাবি।

Bibliography

Al Qur'ān Al Karīm

Al Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2015. *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī*. Al Riyāḍ: Dār al Ḥaḍārah.

Al Tirmidhī, Muḥammad Ibn Īsā Ibn Sawrata Ibn Mūsā. 2015. *Sunan Al Tirmidhī*. Al Riyāḍ: Dār al Ḥaḍārah.

Bangladesh Bank. 2005. *Credit Risk Grading Manual*.

Bangladesh Krishi Bank. *Rin Jhuki Baybosthapona Nitimala - 2017*.

Banglapedia. 2023. "Islami Banking" Last Modified May 5, 2014. Accessed on May 14, 2023. https://bn.banglapedia.org/index.php/ইসলামি_ব্যাংকিং

Banking news bd, Jul. 4, 2018. Accessed on May 17, 2023. https://www.bankingnewsbd.com/a-story-about-basel-part-2/

BIS (Bank for International Settlements). 2023. ''History of the Basel Committee" Accessed on May 14, 2023. https://www.bis.org/bcbs/history.htm

bonikbarta, Aug. 20, 2020. Accessed on May 17, 2023. https://bonikbarta.net/home/news_description/238800/আর্থিক-

Channelionline, May 26, 2019. Accessed on May 14, 2023. https://www.channelionline.com/ব্যাসেল-৩-এর-কারণে-বোনাসম/

Fincash. 2023. 'Basel Accord'. Last Modified on Jul. 19, 2023. www.fincash.com/l/bn/basics/basel-accord

IFSI, Islamic Financial Services Industry Stability Report. 2021. Malaysia: Islamic Financial Services Board.

Julhas Uddin, Md. ND. *Quarterly Report on Islamic Banking in Bangladesh October-December 2022.* Islamic Banking Wing, Research Department, Bangladesh Bank.

Moin Uddin, Faruq. 2017. "Basel 3 O Amader Bastobota" *Prothom Alo.* Feb. 26. https://www.prothomalo.com/opinion/column/ব্যাসেল-৩-ও-আমাদের-বাস্তবতা

Monwar, Rebel. 2011. "Muldhon Ghattite Pray Ordhek Bank" *Somewhere in.* Accessed on May 15, 2023. https://m.somewhereinblog.net/mobile/blog/rebelmonwardu/29325477

Moshiur Rahman, Mohammad. 2017. "Basel 3 ki Basel 2 er Moto Byartho Hobe" *Bdnews24.* May 13. Accessed on May 14, 2023. https://bangla.bdnews24.com/blog/215301

Nazmush Shakib, Md. 2018. "Duniya Kapano Sob Arthik Sonkot" *Roar Media*. Accessed on May 14, 2023. https://roar.media/bangla/main/world-news/greatest-financial-crises

Periodical Finance. 2023. Accessed on May 16, 2023. https://periodicalfinance.com/10786410-lehman-brothers-the-story-of-the-success-and-collapse-of-the-famous-bank

sharebusiness24, Nov. 28, 2016. Accessed on May 14, 2023. www.sharebusiness24.com/রাষ্ট্রায়ত্ত-ব্যাংকে-ব্যাসেল-৩-বিলাসিতা/৮২৮৭

The Daily Star, Oct 11, 2022. Accessed on May 16, 2023. https://www.thedailystar.net/business/economy/news/bscic-set-salt-research-and-training-institute-3321186